৪৬তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র সার্কুলার পদ্ধতিতে মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণের উদ্দেশ্যে কমিশনের চেয়ারম্যানের দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান

৪৬তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র সার্কুলার পদ্ধতিতে মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী

৪৭তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেমিনার

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর উপস্থিতিতে ৪৭তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্টের প্রশ্নপত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি বিতরণ

৪৭তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি টেস্ট চলাকালীন পরীক্ষা কেন্দ্রে চেয়ারম্যানের পরিদর্শন

প্যানেল আইনজীবীগণের সাথে কমিশনের সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং মতবিনিময়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাথে বুয়েটের চুক্তি অনুষ্ঠান

জাইকা বাংলাদেশ এর উদ্যোগে Zero Draft of BPSC Rules ২০২৫ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে UNDP এর প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে UNDP এর প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় সভা

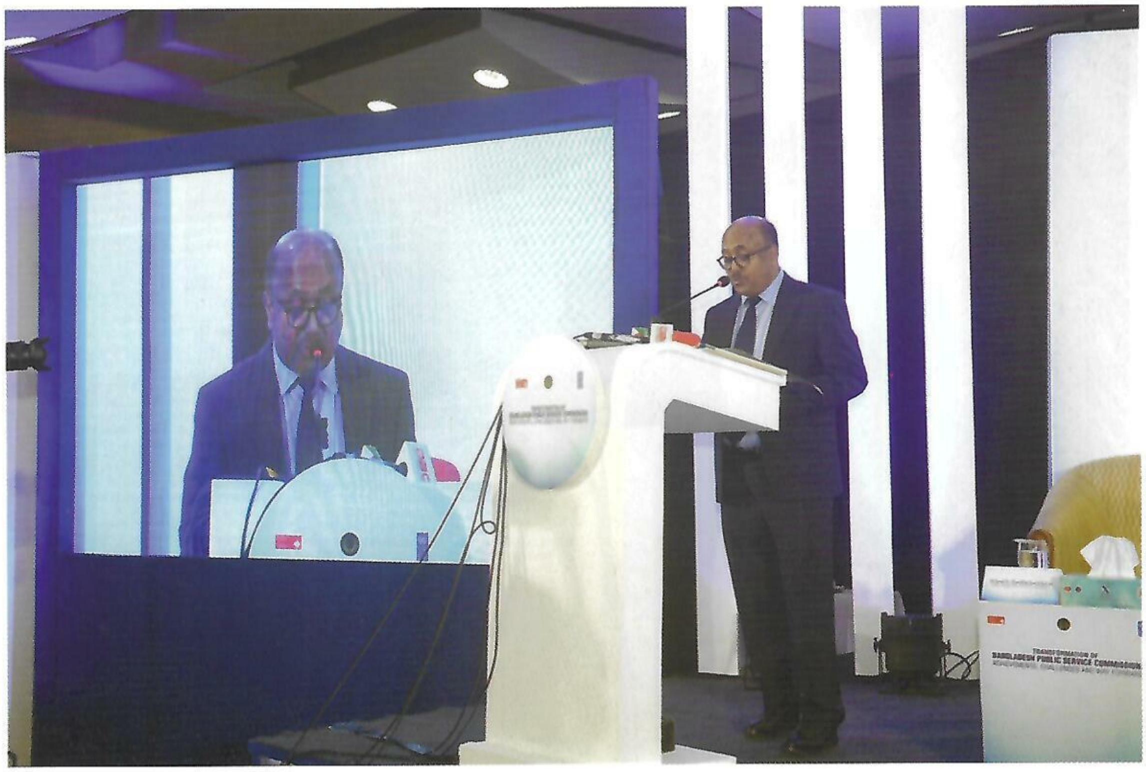

UNDP এর উদ্যোগে Transformation of Bangladesh Public Service Commission: Achievements Challenges and way forward শীর্ষক কর্মশালায় কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য প্রদান

UNDP এর উদ্যোগে Transformation of Bangladesh Public Service Commission: Achievements Challenges and way forward শীর্ষক কর্মশালায় মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার বক্তব্য প্রদান

UNDP এর উদ্যোগে Transformation of Bangladesh Public Service Commission: Achievements Challenges and way forward শীর্ষক কর্মশালায় কমিশনের চেয়ারম্যান বক্তব্য প্রদান করছেন

'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন: অংশীজনের ভাবনা' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন: অংশীজনের ভাবনা শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব এর সাথে কমিশনের সেবা গ্রহিতাদের একাংশ

মহান বিজয় দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে সাথে নিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের পুষ্পস্তবক অর্পণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ২০২৫ সালে সম্পাদিত কার্যক্রমের ওপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ :

THE ASIAN AGE

DHAKA, THURSDAY, JANUARY 16, 2025

British High Commissioner calls on PSC Chairman

AA Correspondent

Sarah Cooke, British High Commissioner in Dhaka had a meeting with top officials of Public Service Commission at PSC office yesterday. -AA

British High Commissioner in Bangladesh Sarah Cooke called on Professor Dr. Mobashsher Monem, Chairman of Public Service Commission (PSC) at PSC on Wednesday (15 January 2025). During the meeting, Professor Dr. Mobashsher Monem updated Sarah Cooke about the latest reforms and activities in PSC.

Sarah Cooke highly admired the dynamism and functionalities of PSC while speaking to Professor Dr. Mobashsher Monem. The PSC Chairman talked to Sarah Cooke about the changes and streamlining scheduled to be carried out in PSC over next five years.

PSC Member Dr. Chowdhury Saima Ferdaus exchange views with British High Commissioner Sarah Cooke on transformation plans and strategic objectives to make PSC more proactive and efficient. Sarah Cooke assured the PSC officials about extending all possible forms of cooperation to modernize and expedite the activities of PSC, according to a press release signed by SM Matiur Rahman, Public Relations Officer of PSC.

যুগান্তর

পিএসসির পরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হবে

——ড. মোবাশ্বের মোনেম

যুগান্তর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের (বিপিএসসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম বলেছেন, পিএসসির পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে প্রার্থীদের অনেক অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ দূর করতে পরীক্ষাপদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হবে। পাশাপাশি জুলাই-আগস্টের শিক্ষার্থীদের বিপ্লবী চেতনা ধারণ করে পিএসসিকে ঢেলে সাজানো হবে।

বৃহস্পতিবার আগারগাঁওয়ে 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন : অংশীজনের ভাবনা' শিরোনামে বিভিন্ন পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কর্ম কমিশনের সচিবালয়ে ৭১ মিলনায়তনে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় কমিশনের সদস্য, কমিশন সচিবালয়ের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পিএসসি চেয়ারম্যান বলেন, যোগ্য ও উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা কেমন কর্ম কমিশন চায়; তাদের মতামতের আলোকে স্বপ্নের কর্ম কমিশন গড়ে তোলা হবে। যেসব সংস্কার ও পরিবর্তনের মতামত শিক্ষার্থীরা দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হবে এবং উপযুক্ত পরামর্শ বাস্তবায়ন করা হবে। বিসিএসে ইউনিক আইডি প্রদান সম্পর্কে চেয়ারম্যান বলেন, ইতোমধ্যে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

যুগান্তর | শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১ ফাল্গুন ১৪৩১

পিএসসির সমন্বিত নন-ক্যাডারে ১৮২৫ পদে নিয়োগ

যুগান্তর প্রতিবেদন

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) অধীন একাধিক নন-ক্যাডার পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে ৮২ ক্যাটাগরিতে এক হাজার ৮২৫টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন চাওয়া হয়েছে অনলাইনে। বৃহস্পতিবার বিকালে পিএসসির ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে সই করেছেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুররদানা।

উচ্চতর বেতন স্কেলসহ নবম, দশম ও ১২তম গ্রেডের পদ রয়েছে। বিজ্ঞাপিত পদগুলোর মধ্যে অন্যতম শিক্ষা কর্মকর্তা, জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর, মেডিকেল অফিসার, ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, সহকারী প্রকৌশলী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, রিসার্চ অফিসার, বিদ্যুৎ পরিদর্শক, সহকারী রেজিস্ট্রার, ডেন্টাল সার্জন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সোমবার ॥ ৩ মার্চ ২০২৫ ॥ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩১

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ গতকাল সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের নবনিয়োগপ্রাপ্ত সাতজন সদস্যকে শপথবাক্য পাঠ করান
—বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশ রূপান্তর

শুক্রবার, ২৮ মার্চ ২০২৫, ১৪ চৈত্র ১৪৩১

৪৬তম বিসিএস

লিখিত পরীক্ষায় শ্রুতিলেখক চেয়ে আবেদন আহ্বান

'৪৬তম বিসিএস ২০২৩'-এর লিখিত পরীক্ষায় যেসব প্রতিবন্ধী প্রার্থীর শ্রুতিলেখক প্রয়োজন, তাদের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন থেকে শ্রুতিলেখক নিয়োগ করা হবে। শ্রুতিলেখকের চাহিদা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে অফিস চলাকালে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা বরাবর আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1): প্রবেশপত্র: প্রার্থীর ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (অনধিক ৩ মাস পূর্বে তোলা); প্রতিবন্ধিতার সপক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে প্রদত্ত সনদের সত্যায়িত কপি; সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। বিজ্ঞপ্তি

পিএসসির আরও সাত সদস্য শপথ নিলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক

শপথ নিয়েছেন নতুন নিয়োগ পাওয়া বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সাত সদস্য। গতকাল বেলা সোয়া ১১টায় সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে তাদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার জেনারেল ড. আজিজ আহমদ ভুঞা। নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. শরীফ হোসেন ও অধ্যাপক আরফিনা ওসমান, বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা অধ্যাপক ডা. এ টি এম ফরিদ উদ্দীন,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পিএসসির আরও

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. আনোয়ারুল ইসলাম, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুনির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহনাজ সরকার, পররাষ্ট্র ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাব্বির আহমদ চৌধুরী। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দেন। তারা দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাদের ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে সেই সময় পর্যন্ত তারা সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য পদে বহাল থাকবেন। এখন পিএসসির সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ১৫ জন। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম।

কালবেলা
বুধবার
৯ এপ্রিল ২০২৫
২৬ চৈত্র ১৪৩১

পিএসসির ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কমিশন ভবনে কেক কাটা হয় ›› কালবেলা

পিএসসির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকাল সাড়ে ৯টায় কমিশন ভবন চত্বরে মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। সকাল ১০টায় পিএসসি সচিবালয়ের মাল্টিপারপাস হলে আলোচনা সভা, কেক কাটা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম এবং সভাপতিত্ব করেন সচিব ড. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিএসসির সদস্যরা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৫ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ১২ বৈশাখ ১৪৩২

বিসিএস মৌখিক নম্বর কমিয়ে ৫০ করার ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) অধীনে বিসিএস পরীক্ষার মৌখিক নম্বর ইতোমধ্যে ২০০ থেকে ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

বিসিএস মৌখিক নম্বর

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] হয়েছে। বৈষম্য নিরসনে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর আরও কমিয়ে ৫০ করার ভাবনা রয়েছে পিএসসির। গতকাল বিকালে এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম এ কথা জানান। পিএসসির কাজের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতেই এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। কমিশনের বিভিন্ন সদস্য ও সচিব এ সময় উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান বলেন, সরকারি কর্ম কমিশনের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আমরা সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছি। বিসিএস পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরও প্রার্থীকে জানিয়ে দেওয়ার ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস যুগোপযোগী করার কাজ চলছে। ৪৯তম বিসিএস থেকে যুগোপযোগী সিলেবাস হবে। অন্য দেশের সিভিল সার্ভিসের সিলেবাস জোগাড় করা হচ্ছে। নতুন সিলেবাস এমন হবে যেন প্রার্থী বিশ্বে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) হবে শিক্ষার্থীবান্ধব প্রতিষ্ঠান।

৪৬তম বিসিএসের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ প্রসঙ্গে কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, পরীক্ষা বাতিল করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ নেই। সিআইডি ঘটনাটি তদন্ত করছে। যদি কেউ শনাক্ত হয়, তাকে বাতিল করা হবে। চাকরি হয়ে গেলেও বহিষ্কৃত হবেন। পুরো পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিইনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ালেও পিএসসির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ দেন চেয়ারম্যান। মোবাশ্বের মোনেম বলেন, এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে পিএসসি জট কমিয়ে আনা হবে।

সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ৩৫১২ জনকে নিয়োগের সুপারিশ পিএসসির

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দশম গ্রেডের সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ৩ হাজার ৫১২ প্রার্থীকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করেছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। মঙ্গলবার সুপারিশপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করে কমিশন।

পিএসসি বলছে, নিয়োগের আগে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীর সব সনদ, ডকুমেন্টস ও কাগজপত্রের সত্যতা যাচাই করে নিশ্চিত হয়ে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করবে।

সাময়িকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের পরবর্তীতে কোনো যোগ্যতার বা কাগজপত্রাদির ঘাটতি ধরা পড়লে, দুর্নীতি, সনদ জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে, অসত্য তথ্য প্রদান করলে বা কোনো উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে প্রার্থীর সাময়িক মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে প্রার্থীকে ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা যাবে। চাকরিতে নিয়োগের পর এমন কোনো তথ্য প্রকাশ পেলে বা প্রমাণিত হলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা ছাড়াও তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদফতরের সিনিয়র স্টাফ নার্স (দশম গ্রেড) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। ওই বছরের ৯ ডিসেম্বর লিখিত পরীক্ষা হয়। লিখিতের ফলাফলে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ৪ হাজার ৫৫২ জন।

জানা গেছে, সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে এত সংখ্যক নিয়োগের মাধ্যমে দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে নার্সিং সেবার ঘাটতি অনেকটাই পূরণ হবে। বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালগুলোতে নার্সের ঘাটতি দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান ছিল। এতে জনসাধারণের সেবাপ্রাপ্তি ব্যাহত হচ্ছিল।

যুগান্তর | শুক্রবার ৩০ মে ২০২৫
১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

পিএসসির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে নেবে ৩ হাজার চিকিৎসক

যুগান্তর প্রতিবেদন

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। বিশেষ এই বিসিএসে পদ রয়েছে তিন হাজার। বৃহস্পতিবার এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পিএসসি জানিয়েছে, এই বিসিএস থেকে সব পদে চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে সহকারী সার্জন নেওয়া হবে দুই হাজার ৭০০ জন আর সহকারী ডেন্টাল সার্জন নেওয়া হবে ৩০০ জন। পিএসসি জানায়, আগামী ১ জুন থেকে বিশেষ এই বিশেষ বিসিএসে অনলাইন আবেদন ও ফি জমা শুরু হবে, চলবে ২৫ জুন পর্যন্ত। ৪৮তম বিশেষ বিসিএসে মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। এর মধ্যে এমসিকিউ পদ্ধতিতে (লিখিত পরীক্ষা) ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। আর মৌখিক পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের।

এদিকে, বিশেষ বিসিএসের জন্য বিধিমালা সংশোধন করে সম্প্রতি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। তাতে বলা হয়েছে, বিশেষ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার জন্য সময় থাকবে দুই ঘণ্টা। ২০০ নম্বরের মধ্যে বাংলায় ২০, ইংরেজি ২০, বাংলাদেশ বিষয়াবলি ২০, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ২০, মানসিক দক্ষতা ১০ ও গাণিতিক যুক্তিতে ১০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।

বাকি ১০০ নম্বর থাকবে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার ও পদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিষয় থেকে। চিকিৎসক নিয়োগে এক্ষেত্রে মেডিকেল সায়েন্সের বিষয়ে ১০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি এমসিকিউর জন্য এক নম্বর থাকবে। আর প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ৫০ নম্বর কাটা যাবে।

শুক্রবার ■ ৩০ মে ২০২৫ ■ ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ আমার ■ দেশ

পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান আল-হোসায়নী মারা গেছেন

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক চেয়ারম্যান এসএম আল-হোসায়নী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত বুধবার ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তিনি বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর।

১৯৮৬ সালের ১ জুন থেকে ১৯৯১ সালের ১ মে পর্যন্ত পিএসসির চেয়ারম্যান ছিলেন আল-হোসায়নী। পিএসসির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য। এটিকে অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখেন তিনি। তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

১৯—

আজকের পত্রিকা
বুধবার | ৪ জুন ২০২৫ | ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

চলতি বছরেই তিন বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল

৪৯-এর বিজ্ঞপ্তি নভেম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

চলমান পাঁচটি বিসিএসের ফল প্রকাশের তারিখ জানাল বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এর মধ্যে তিনটির ফলাফল প্রকাশ করা হবে চলতি বছরেই। ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে আগামী নভেম্বরে।

গতকাল মঙ্গলবার পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চলমান বিসিএসের জট নিরসন এবং কালক্ষেপণ কমানোর জন্য ২০২৫ সালের জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি বছরেই তিনটি (৪৪তম, ৪৫তম এবং ৪৮তম) বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। এর মধ্যে ৩০ জুন ৪৪তম বিসিএস, ২২ সেপ্টেম্বর ৪৮তম বিসিএস এবং ১০ ডিসেম্বর ৪৫তম বিসিএসের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

চলতি বছরেই তিন বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল

শেষ পৃষ্ঠার পর

চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ১৯ জুন ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। যেসব চাকরিপ্রার্থীর একই সঙ্গে ৪৫তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা ও ৪৬তম বিসিএসের লিখিত বা ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা থাকবে তাঁদের ওই পরীক্ষার এক মাস আগে বা এক মাস পর ৪৫তম রিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে। ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ১৯ সেপ্টেম্বর এবং লিখিত পরীক্ষা ২৭ নভেম্বর শুরু হবে।

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের বিষয়ে বলা হয়েছে, ৪৮তম বিসিএসের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা ১৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। এই বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ২১ জুলাই প্রকাশ করা হবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে। ১ নভেম্বর ৪৯তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি জারি এবং সেদিন থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিয়মিত বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি জারির দুই মাস পর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এবং প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দুই মাস পর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লিখিত পরীক্ষার তারিখ অনিবার্য কারণে কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে। তবে কমিশন তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।

প্রতিদিনের সংবাদ
বুধবার | ঢাকা ৪ জুন ২০২৫, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২, ৭ জিলহজ ১৪৪৬

বিসিএস জট নিরসনে পিএসসির মাইলফলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন চলমান বিসিএস জট নিরসন এবং কালক্ষেপণ হ্রাসের লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে অর্থাৎ ২০২৫-এর জন্য একটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে। ওই সময়ের মধ্যে তিনটি বিসিএস-এর (৪৪তম, ৪৫তম এবং ৪৮তম) চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। আগামী ৩০ জুন ৪৪তম বিসিএস, ২২ সেপ্টেম্বর ৪৮তম বিসিএস এবং ১০ ডিসেম্বর ৪৫তম বিসিএস-এর চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হবে। এই লক্ষ্যে কমিশন আগামী ১৯ জুন ৪৫তম বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রদান করবে। উল্লেখ্য, যাদের একইসঙ্গে ৪৫তম বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষা ও ৪৬তম বিসিএস-এর লিখিত বা ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা থাকবে তাদের উক্ত পরীক্ষার এক মাস পূর্বে বা এক মাস পর ৪৫তম বিসিএস-এর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। কোনো প্রার্থীর দুটি পরীক্ষা যেন ওভারল্যাপিং না হয় সেই লক্ষ্যে কমিশন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দেশে সরকারি চিকিৎসক সংকটের কারণে ৪৮তম বিসিএস-কে (বিশেষ) সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। ২৭ মে ২০২৫ বিশেষ বিসিএস-এর গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পরপরই কালক্ষেপণ না করে ২৯ মে ২০২৫-এ ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। ৪৮তম বিসিএস-এর (বিশেষ) গঙ্গছ টাইপ লিখিত পরীক্ষা ১৮ জুলাই ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত হবে। ওই বিসিএস-এর গঙ্গছ টাইপ লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ২১ জুলাই ২০২৫-এ প্রকাশ করা হবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হবে। ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১৯ সেপ্টেম্বর এবং লিখিত পরীক্ষা ২৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

কালবেলা
বৃহস্পতিবার
৩ জুলাই ২০২৫
১৯ আষাঢ় ১৪৩২

৪৫তম বিসিএসের এক পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিল

কালবেলা প্রতিবেদক ▸▸

৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল বুধবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অন্যের মিথ্যা পরিচয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করায় ১৩০০৯৩৭২ রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বাতিলসহ পরবর্তী সময়ে কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য সব পরীক্ষার জন্য এবং কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত সব পদে আবেদন করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা হলো। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের 'অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা-২০০০' অনুযায়ী এ শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

নয়া দিগন্ত
বুধবার ২৩ জুলাই ২০২৫
৮ শ্রাবণ ১৪৩২, ২৭ মহররম ১৪৪৭
news@dailynayadiganta.com

৪৮-তম বিসিএসের MCQ পরীক্ষায় বদলি পরীক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

গত ১৮ জুলাই ৪৮-তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫ রাজধানী ঢাকার ২০টি কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তবে পরীক্ষা চলাকালে খিলগাঁও মডেল কলেজ কেন্দ্রে দুইজন এবং ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট কেন্দ্রে একজন বদলি পরীক্ষার্থী শনাক্ত হয়েছে।

মো: নাজমুল হাসান (রেজি: নম্বর ৪৮১৩০৫৮৭), পিতা- মো: আকব্বর আলী, মাতা- মোসাম্মৎ নাজমা বেগম, জেলা- সিরাজগঞ্জ এর পরিবর্তে বদলি পরীক্ষার্থী মো: ফাহাদ মৃধা (২৪), পিতা- মো: রেফা মৃধা। এবং তমা প্রামাণিক (রেজি: নম্বর ৪৮১৩০৪৭৫), পিতা- প্রবিণ কুমার প্রামাণিক, মাতা- ননদিতা সরকার, জেলা- নাটোর-এর পরিবর্তে বদলি পরীক্ষার্থী জেসমনি আক্তার (২৮), পিতা- মো: মোখলেছুর রহমান। এবং মো: লিটন শেখ (রেজি: নম্বর ৪৮১৩২৭৬০), পিতা-মো: দেলখোশ আলী, মাতা- ফরিদা ইয়াসমিন, জেলা- সিরাজগঞ্জের পরিবর্তে বদলি পরীক্ষার্থী এনামুল হক (২৫), পিতা- গোলাম মোস্তফা, মুরাদনগর, কুমিল্লা। এদের প্রত্যেককে এক মাসের জেল দেয়া হয়।

ইডেন মহিলা কলেজ হলে দুই পরীক্ষার্থীর মধ্যে আফরিন জাহান (রেজি: নম্বর ৪৮২০১৩৬৫), পিতা- মহসিন মাহমুদ, মাতা- আমিনা বেগম, জেলা- ময়মনসিংহ-এর কাছে মোবাইল ফোন পাওয়ায় ১৫ দিনের জেল এবং নুসরাত জাহান (রেজি: নম্বর ৪৮২০৩৩৮৮), পিতা- এটিএম নূরুন্নবী, মাতা- সালেহা নবী প্রশ্নপত্রে নকল করার চেষ্টার দরুণ তার বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় নিয়মিত মামলা হয়েছে।

এ ছাড়া, আশিক ইকবাল (রেজি: নম্বর ৪৮১৩৩৫০৩) নিজের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের অংশে নিজ রেজিস্ট্রেশন নম্বরের পরিবর্তে অন্য প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখায় তার প্রার্থিতা বাতিলসহ তাকে আজীবনের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সব পরীক্ষা হতে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কমিশন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দণ্ডপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীরা এবং যাদের পরিবর্তে বদলি পরীক্ষার্থী এসেছে তাদেরকে এই পরীক্ষা থেকে বহিষ্কার এবং বদলি পরীক্ষার্থীসহ এদের সবাইকে পিএসসি কর্তৃক গৃহীতব্য সব পরীক্ষায় আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

নয়া দিগন্ত

সোমবার ২৫ আগস্ট ২০২৫, ১০ ভাদ্র ১৪৩২
news@dailynayadiganta.com

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান ■ পিআইডি

পিএসসির নতুন ৩ সদস্যের শপথ গ্রহণ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) নতুন নিয়োগ পাওয়া তিন সদস্যকে শপথ পড়িয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। তারা হলেন– মো: মহিউদ্দিন, মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) ও এম আমজাদ হোসেন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)।

সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে প্রধান বিচারপতি তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ড. আজিজ আহমেদ ভূঁঞা। এ সময় আপিল বিভাগের বিচারপতি ও পিএসসির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, গত ২০ আগস্ট সরকারি কর্ম কমিশনে (পিএসসি) তিনজন সদস্য নিয়োগ দেয় সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পৃথক ■ ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

পিএসসির নতুন

৩য় পৃষ্ঠার পর

তিন প্রজ্ঞাপনে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এ নিয়োগের কথা জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সংবিধানের ১৩৮ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি এই তিন কর্মকর্তাকে সদস্য পদে নিয়োগ করেছেন। সংবিধানের ১৩৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে তারা দায়িত্বভার গ্রহণের তারিখ থেকে পাঁচ বছর বা তাদের ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে সেই সময় পর্যন্ত তারা সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য পদে বহাল থাকবেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে পিএসসির সদস্য সংখ্যা ১৫। এই নিয়োগের ফলে পিএসসির সদস্য সংখ্যা ১৮-তে দাঁড়াল।

আমার সংবাদ
বুধবার ২৭ আগস্ট ২০২৫

স্বচ্ছতা-নিরাপত্তায় কর্মকমিশনের নবযাত্রা

ইয়ামিনুল হাসান আলিফ ▸▸

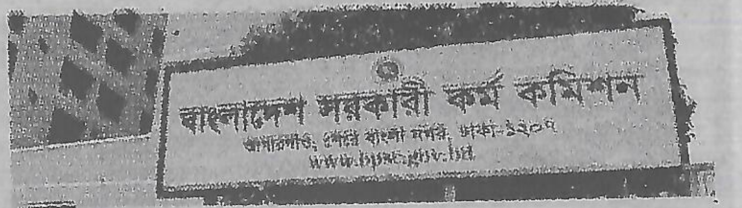

■ ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে পিএসসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে প্রফেসর মোবাশ্বের মোনেমের নেতৃত্বে কমিশন একাধিকবার সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে

■ দশ বছরে দুইবার উদ্যোগ নিয়েও শিক্ষা খাতে বিশেষ বিসিএস নেয়া সম্ভব হয়নি। প্রায় দেড় যুগ পর ৪৯তম বিসিএসের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পথে সেই উদ্যোগ

■ নির্দিষ্ট রোডম্যাপ, স্বচ্ছতায় অনলাইন তথ্য উন্মুক্তকরণ ও ডিজিটাল সেবা একক প্ল্যাটফর্মে আবেদন ও ফলাফল, আবেদন ফি ৭০০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় নামিয়ে আনায় প্রশংসায় কর্মকমিশন

■ প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তায় আধুনিক পাসওয়ার্ড নির্ভর ট্রাঙ্ক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ব্যবস্থাপনায় সরাসরি সংশ্লিষ্টতা থাকবে না পিএসসির কোনো কর্মকর্তার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীদের ভিড় একটি নিয়মিত ঘটনা। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়,কলেজ, জেলা-বিভাগীয় শহর ও চাকরির কোচিং সেন্টারের গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীর ভিড় লেগেই থাকে। সোনার হরিণ বিসিএস কিংবা সরকারি চাকরির প্রতি তরুণদের 'ক্রেজ' যেন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও সাম্প্রতিক ইতিবাচক সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বস্তির জায়গা প্রসারিত করেছে। ঢাকার মিরপুরের কোচিং সেন্টারের গ্রন্থাগারে চাকুরির পড়াশোনা করছিলেন মাহবুবুল ইসলাম নামের এক শিক্ষার্থী। চাকরির পরীক্ষা নিয়ে আমার সংবাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পিএসসির ইতিবাচক কার্যক্রমের প্রশংসা করে এ শিক্ষার্থী বলেন, "বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) গত এক বছরে বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো- ৪৪তম বিসিএসের ভাইভা পুনঃগ্রহণ, ৪৫তম বিসিএসে তৃতীয় পরীক্ষক সংযোজন, ৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল পুনঃপ্রকাশ। এছাড়া প্রার্থীদের কোড পছন্দের প্রক্রিয়া লিখিত পরীক্ষার আগেই সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বিসিএস সহ সব সরকারি চাকরির পরিক্ষায় আবেদন ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ স্বচ্ছতা ও প্রক্রিয়ার গতি বাড়ানোর ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আমরাও আস্থার জায়গা পাচ্ছি। সব মিলিয়ে, পিএসসি কিছু প্রশংসনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে যা নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়েছে বলে আমি মনে করি। তবে আস্থা পুরোপুরি অর্জনের জন্য প্রশ্নপত্র নিরাপত্তা, তথ্য প্রকাশ এবং সময়ানুবর্তিতার ক্ষেত্রে আরও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।"

দেশের সরকারি বিভিন্ন নিয়োগ ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে নানাধরণের জড়তা ও প্রতিকূলতা দেখা গেছে। বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার অস্বচ্ছতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস, দীর্ঘ সময় লাগা প্রতিটি পর্যায়ের প্রক্রিয়া নিয়ে অস্বস্তি ছিল শিক্ষার্থীদের মাঝে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিস্তৃত সংস্কার উদ্যোগ এবং মানসম্পন্ন নিয়োগ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে একটি নতুনভাবে তুলে ধরছে। চলছে স্বচ্ছতা ও দক্ষতার এর এক যুগান্তকারী পুনঃসূচনা। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে পিএসসি'র চেয়ারম্যান হিসেবে প্রফেসর মোবাশ্বের মোনেম দায়িত্ব পালন করছেন। তার নেতৃত্বে কমিশন বিভিন্ন দিক থেকে সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, যার প্রতিফলন ইতোমধ্যেই দৃশ্যমান । বিসিএস পরীক্ষার আবেদন ফি ৭০০ টাকা

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

আমার সংবাদ
বুধবার ২৭ আগস্ট ২০২৫

স্বচ্ছতা-নিরাপত্তায় কর্মকমিশনের

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে ২০০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে, যাতে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সুযোগ তৈরি হয় এবং প্রক্রিয়াকে আরও সমসাময়িক ও স্বচ্ছ করা যায় । নিয়োগ প্রক্রিয়ায় গতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পিএসসি একটি স্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করেছে যাতে বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করতে নির্দেশনা ও রূপ সকলের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও মুদ্রণের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন সংরক্ষণে ব্যবহার করা হবে আধুনিক লকিং সিস্টেম যুক্ত লকার বা ট্রাঙ্ক। পাশাপাশি প্রশ্ন তৈরির প্রক্রিয়া থেকে পিএসসির কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতাও বাদ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম গণমাধ্যমকে জানান, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তায় আমরা অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছি। বর্তমানে যে ট্রাঙ্কগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো পরিবর্তন করা হবে। ডিজিটাল পাসওয়ার্ড নির্ভর আধুনিক ট্রাঙ্ক ব্যবহার করা হবে। ট্রাঙ্কে পাসওয়ার্ড দেবেন মডারেটরই। এরপর তারা আলাদা কাগজে পাসওয়ার্ড লিখে তা সরাসরি পিএসসির দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের হাতে তুলে দেবেন। পাসওয়ার্ডের কাগজটিও সিলগালা করা থাকবে। এর ফলে প্রশ্ন ব্যবস্থাপনায় পিএসসির কোনো কর্মকর্তার সরাসরি সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। দায়িত্বপ্রাপ্ত পিএসসির সদস্যরা একেবারে শেষ মুহূর্তে অনুমোদন সাপেক্ষে পাসওয়ার্ডের খামটি খুলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন।

নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রশ্নপত্র মূল্যায়নে উন্নত পদ্ধতি এবং উত্তরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রমের জন্য পিএসসির বিভিন্ন প্রক্রিয়া গতি পেয়েছে । বিসিএসের আবেদনের সময় একজন চাকরিপ্রার্থীকে ক্যাডার চয়েজ (পছন্দ) করতে হয়। পরে যখন ওই প্রার্থী প্রিলিমিনারি টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন তার মত পাল্টে যায়। কিন্তু তখন আর ক্যাডার চয়েজ পরিবর্তন করার সুযোগ থাকে না। দীর্ঘদিনের এই প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনেছে পিএসসি। এখন থেকে বিসিএস-এ আবেদনের সময় নয়, ভাইভার আগে ক্যাডার চয়েজ দেওয়া যাবে।

বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণেও নজির স্থাপন করেছে পিএসসি। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ জরুরি খাতে শূন্যপদ পূরণের জন্য নিয়মিত বিসিএসের অপেক্ষায় না থেকে বিশেষ বিসিএস আয়োজন করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক ৪৮তম বিশেষ বিসিএস-এর বড় উদাহরণ। এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে চিকিৎসক নিয়োগের পথ খুলে যায়। এছাড়া শিক্ষা ক্যাডারের জন্য প্রায় দেড় যুগ পর বিশেষ বিসিএস-এর আয়োজন চলছে। ৪৯তম এই বিশেষ বিসিএস-এর আগে গত দশ বছরে একাধিকবার গুঞ্জন উঠলেও শিক্ষা খাতের জন্য বিশেষ বিসিএস অনুষ্ঠিত হয় নি। সর্বশেষ ২০০৬ সালে প্রভাষক নিয়োগ করা হয় বিশেষ বিসিএসে।। এরপর সাধারণ বিসিএসের সঙ্গে শিক্ষা ক্যাডার নিয়োগ দেয়া হলেও শিক্ষার জন্য আলাদা বিসিএস নেয়া হয়নি। অথচ শিক্ষা ক্যাডারের হাজার হাজার শূন্য পদে নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্টরা দফায় দফায় বিশেষ বিসিএস আয়োজনের সুপারিশ করে। ৪৯তম বিশেষ বিসিএস-এর পাশাপাশি কমিশন ঘোষণা দিয়েছে, ২০২৫ সালের নভেম্বরে ৫০তম বিসিএসের সার্কুলার প্রকাশ করা হবে। ৫০তম বিসিএসকে ঘিরে আগাম এ পরিকল্পনা কমিশনের ধারাবাহিকতা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির পরিচায়ক। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বিসিএসসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার ধীরগতি, বিলম্ব ও অস্বচ্ছতা নিয়ে সমালোচনা থাকলেও বর্তমানে কমিশন সুসংগঠিত রোডম্যাপ, প্রযুক্তিনির্ভর সেবা এবং প্রার্থী বান্ধব পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি ইতিবাচক ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সময় মাফিক ফলপ্রকাশ, ডিজিটাল আবেদন প্রক্রিয়া, স্বচ্ছ নীতিমালা এবং তথ্য উন্মুক্তকরণ,সব মিলিয়ে নিয়োগ ব্যবস্থায় একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চাকুরি প্রার্থীদের জন্য আরও সুবিন্যস্ত, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বপূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা নিশ্চিতে এখন এক নির্ধারিত পথ এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ কর্ম কমিশন। ৪৩তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হওয়া মো. ইমাম হোসেন জ্যোতি পিএসসির রোডম্যাপ নিয়ে আমার সংবাদকে বলেন, "বেকারদের আস্থার স্থল পিএসসিকে ধন্যবাদ আগামী এবং চলতি বিসিএসের রোড ম্যাপ ঘোষণা করে এবং সেটা বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন সূচনার জন্য। চাকরিপ্রার্থীদের স্বপ্ন পূরণে পিএসসি সংস্কারের জন্য যে দাবি উত্থাপিত হয়েছে ছাত্র এবং বেকার সমাজ থেকে তা পূরণের মাধ্যমে পিএসসি আরও আধুনিক এবং দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করবে বলে আশা রাখি। নিয়োগ ব্যবস্থা দ্রুততর করণ ও চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের পূর্বে পদসংখ্যা বৃদ্ধি করার দাবি থাকবে। পরিচ্ছন্ন এবং টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগে বদ্ধপরিকর পিএসসির কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে একজন বেকারের পরিবারে হাসি ফুটবে এমন আশায় অগ্রিম ধন্যবাদ।" এ বিষয়ে কর্ম কমিশনের সদস্য শাব্বির আহমদ চৌধুরী বলেন, "পিএসসি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়োগ ও ফলাফল দ্রুত প্রদান করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। প্রার্থীদের কথা ভেবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।"

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আবেদন ও তথ্যসেবা প্রদানেও এগিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ কর্মকমিশন। বর্তমানে বিপিএসসি'র সব ধরনের বিজ্ঞপ্তি, আবেদন, ফি পরিশোধ, প্রবেশপত্র ডাউনলোড একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মেই পাওয়া যায়। এতে প্রার্থীদের আলাদা করে তথ্য খোঁজার ঝামেলা কমেছে। আবেদন প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বচ্ছ হওয়ায় ভৌগোলিক দূরত্ব বা কাগজপত্র জমা দেয়ার ঝুঁকি এখন আর নেই। ডিজিটাল ব্যবস্থার আরেকটি দিক হলো- বিভিন্ন বিসিএসের নোটিশ, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট নোটিশ ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করা হয়। এতে বিভ্রান্তি কমে এবং প্রার্থীরা সহজেই সময়মতো প্রস্তুতি নিতে পারেন। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বিপিএসসি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। সেখানে নিয়োগ কার্যক্রম, সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। অনলাইনে উন্মুক্ত এসব তথ্য গবেষক, গণমাধ্যম ও সাধারণ নাগরিকদের জন্য নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন পরিকল্পনা, পরীক্ষার সিলেবাস এবং মূল্যায়ন নীতিমালাও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। প্রার্থীরা আগেভাগে বিষয়বস্তু জেনে নেয়ার ফলে তাদের প্রস্তুতিতে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা মিলছে। আগে দেখা যেত, ফল প্রকাশের পরও স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশ যাচাই ও নিয়োগপত্র প্রদান পর্যন্ত দীর্ঘ সময় লেগে যেত। নতুন রোডম্যাপে এসব ধাপও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে প্রার্থীরা দ্রুত যোগদানের সুযোগ পাচ্ছেন এবং শূন্যপদ দীর্ঘদিন ফাঁকা থাকছে না। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের কার্যক্রম বর্তমানে একটি পরিবর্তনের পথে। সময়নির্দিষ্ট রোডম্যাপ, প্রযুক্তিনির্ভর আবেদন প্রক্রিয়া এবং নীতিমালার সংস্কার ভবিষ্যতে এই পরিবর্তনকে আরও স্থায়ী করবে। দীর্ঘমেয়াদে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে মেধাভিত্তিক, স্বচ্ছ ও কার্যকর নিয়োগপ্রক্রিয়া বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে।

প্রথম আলো

স্বাধীনতা পেলে বছরে একটি বিসিএস শেষ করা সম্ভব

বিশেষ সাক্ষাৎকার

মোবাশ্বের মোনেম

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র পরিচালনায় নতুন বাস্তবতা তৈরি হয়েছে। সরকারি চাকরিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দ্রুত নিয়োগের দাবি এখন তরুণদের সবচেয়ে বড় প্রত্যাশা। সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। কমিশনের বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও সংস্কার সম্ভাবনা নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক **মোবাশ্বের মোনেম**।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম রব্বানী**

প্রথম আলো : দীর্ঘদিন ধরে বিসিএসের নিয়োগ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশে দেরি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। এই বিলম্বের কারণ কী?

মোবাশ্বের মোনেম : আগে আমাদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের দীর্ঘসূত্রতা। সময় কমানোর লক্ষ্যে আমরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 'সার্কুলার সিস্টেম' চালু করেছি। এখন থেকে পরীক্ষকেরা পিএসসিতে এসে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। একটি উত্তরপত্র একাধিক পরীক্ষক মূল্যায়ন করবেন। প্রতিজন পরীক্ষক কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেখবেন। যেমন প্রথম পরীক্ষক শুধু প্রথম প্রশ্ন, দ্বিতীয় পরীক্ষক শুধু দ্বিতীয় প্রশ্ন। এভাবে একাধিক পরীক্ষক একসঙ্গে মূল্যায়ন করলে রিলেটিভ জাজমেন্ট নিশ্চিত হবে, ন্যায্যতাও প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে সময় বাঁচবে, গুণগত মানও বাড়বে। এই পদ্ধতি ছাড়া এক বছরের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করা সম্ভব নয়। আমাদের লক্ষ্য হলো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে নিয়োগ পর্যন্ত বিসিএসের পুরো প্রক্রিয়া এক বছরের মধ্যে শেষ করা।

প্রথম আলো : বর্তমানে কতটি বিসিএসের কার্যক্রম চলমান?

মোবাশ্বের মোনেম : বর্তমানে ছয়টি বিসিএসের কার্যক্রম চলছে। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ৪৪তম বিসিএসের ফল প্রকাশ করেছি। ৪৫তম সাধারণ বিসিএস ও ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা চলছে। ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। এ ছাড়া ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের আবেদনপ্রক্রিয়া শেষ হয়েছে, এখন প্রশ্ন প্রণয়নের কাজ চলছে।

প্রথম আলো : আপনারা বলছেন, এক বছরে একটি বিসিএস শেষ করা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে তো ছয়টি বিসিএসের কাজ একসঙ্গে চলছে। এ অবস্থায় এক বছরে একটি বিসিএস শেষ করা কতটা বাস্তবসম্মত?

মোবাশ্বের মোনেম : আমরা মনে করি, সরকারি কর্ম কমিশন যদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, তাহলে এক বছরে একটি বিসিএস শেষ করা সম্ভব। ইতিমধ্যে আমরা একটি রোডম্যাপ করেছি। প্রতিবছরের নভেম্বরে নতুন বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে এবং পরের বছরের ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বর্তমান যে বিসিএস-জট রয়েছে, তা কোনো সমস্যা নয়। তবে এ জন্য আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

প্রথম আলো : একটি বিসিএসে কত শতাংশ যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়?

মোবাশ্বের মোনেম : সংখ্যাটা নির্দিষ্ট নয়, কমবেশি হয়। সাধারণত একটি বিসিএসে শূন্য দশমিক ৪৫ থেকে শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ প্রার্থীকে আমরা সুপারিশ করি। যেমন ৩৭তম বিসিএসে সুপারিশের হার ছিল শূন্য দশমিক ৫৪, ৩৮তম বিসিএসে শূন্য দশমিক ৬৪, ৪০তম বিসিএসে শূন্য দশমিক ৪৮, ৪১তম বিসিএসে শূন্য দশমিক ৬২, ৪৩তম বিসিএসে শূন্য দশমিক ৪৯ শতাংশ ও ৪৪তম বিসিএসে শূন্য দশমিক ৪৮ শতাংশ।

প্রথম আলো : প্রকৌশলী ও চিকিৎসকদের অনেকেই এখন বিসিএসে তাঁদের জন্য নির্ধারিত কারিগরি পেশার ক্যাডার ছেড়ে প্রশাসন, পুলিশ ও পররাষ্ট্র ক্যাডারের দিকে ঝুঁকছেন। সর্বশেষ পাঁচটি বিসিএসে এই তিন ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া ১ হাজার ৯৮০ জনের মধ্যে ৩৮৭ জনই প্রকৌশলী ও চিকিৎসক। বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করেনি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে পেশা বেছে নেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। তবে বিষয়টি নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

প্রথম আলো : বিসিএস নন-ক্যাডারে পদ বৃদ্ধি করে অধিকসংখ্যক প্রার্থীকে সুপারিশের দাবিতে চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলন করছেন। কমিশন কি নন-ক্যাডার থেকে বেশি প্রার্থীকে সুপারিশ করবে?

মোবাশ্বের মোনেম : আমাদের কমিশন মনে করে নন-ক্যাডার থেকে যত বেশি প্রার্থীকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া যায়, তত ভালো। এতে সময় ও খরচ দুটিই কমবে, মেধাবীরা সরকারি চাকরিতে সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি নিয়োগে দুর্নীতিও কমবে। তবে এ জন্য সরকারের আন্তমন্ত্রণালয়ে সমন্বয় খুব জরুরি। সরকার থেকে যদি সঠিকভাবে চাহিদাপত্র দেওয়া হয়, পিএসসিও নন-ক্যাডার থেকে বেশিসংখ্যক প্রার্থীকে সুপারিশ করতে পারবে।

প্রথম আলো : সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিতে পিএসসি নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ে যে সংস্কারের দাবি উঠেছে, আপনি এটিকে কীভাবে দেখছেন?

মোবাশ্বের মোনেম : দাবি ওঠার আগেই নতুন কমিশন প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়গুলো শনাক্ত করে পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি মনে করি, দাবিগুলো যৌক্তিক। তবে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই যে সুপারিশ দিয়েছে, তা হতাশাজনক। ওই কমিশনের প্রতিবেদনে পদ্ধতিগত ত্রুটি ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা যে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে, সেগুলো আমরা আগেই বাস্তবায়ন শুরু করেছি। উদাহরণস্বরূপ, এক বছরের মধ্যে বিসিএস শেষ করার ক্যালেন্ডার নির্ধারণ, আবেদন ফি ৭০০ থেকে ২০০ টাকায় নামানো (বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের জন্য মাত্র ৫০ টাকা), প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে সরকারি বিজি প্রেসের পরিবর্তে নিজস্ব মুদ্রণব্যবস্থা চালু করা। গত এক বছরে কোনো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। এগুলো প্রমাণ করে, সংস্কারের ব্যাপারে পিএসসি আন্তরিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় যেকোনো সংস্কার কার্যক্রম আমরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি।

প্রথম আলো : জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি থেকে নিয়োগ পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডারের প্রস্তাব দিয়েছে। এটি বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব?

মোবাশ্বের মোনেম : দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আমরা একটি রোডম্যাপ প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আসার আগেই আমরা এক বছরের ক্যালেন্ডার তৈরি করেছি এবং সে অনুযায়ী কাজ করছি। অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের আগেই ফলাফল প্রকাশ করেছি। তবে এটিকে স্থায়ী করতে হলে পিএসসিকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হবে। সংবিধান অনুযায়ী আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও বাস্তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরের মতো কাজ করি, যা মোটেই কাম্য নয়। বিধি সংশোধনের জটিলতার কারণে তাদের অনুমোদন ছাড়া দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তাই রুলস অব বিজনেস

> আমরা সব সময়ই বলে আসছি, পিএসসি যেন মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরের মতো কাজ না করে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে শীর্ষ মেধাবী প্রার্থীরা সরকারি চাকরিতে যুক্ত হতে পারবেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল বৈষম্যের অবসান

এখন সময়ের দাবি। নিয়োগবিধি সংশোধন বা আর্থিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

প্রথম আলো : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবে, দেশে প্রায় ২৭ লাখ বেকার রয়েছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি চাকরির নিয়োগপ্রক্রিয়া কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

মোবাশ্বের মোনেম : শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা সত্যিই উদ্বেগজনক। সরকারি চাকরির সুযোগ সীমিত, শুধু এটির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। সরকারকে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং জাতীয় পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বেসরকারি খাতকেও সমৃদ্ধ করতে হবে। পিএসসির কাজ হলো যোগ্য প্রার্থীদের সরকারি সেবায় নিয়ে আসা। তবে জাতীয়ভাবে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, কীভাবে তরুণেরা উদ্যোক্তা হয়ে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন।

প্রথম আলো : দেশে দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি তৈরি হওয়ার পেছনে মূল কাঠামোগত কারণ কী—শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশিক্ষণের অভাব, নাকি রাষ্ট্রীয় নীতি-পরিকল্পনার দুর্বলতা?

মোবাশ্বের মোনেম : আমি বলব প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্বলতা আছে। শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে, প্রায়োগিক বিষয়গুলোর প্রতি বেশি জোর দিতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা জরুরি। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি, রিফ্রেশার প্রশিক্ষণও প্রয়োজন। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসরণ করা দরকার। জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, তাই যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ছাড়া বিকল্প নেই। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে মানুষ সচেতন হলেও এ বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

প্রথম আলো : পিএসসি নিয়োগপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন রয়েছে। স্বচ্ছ ও জবাবদিহি বাড়াতে কী

মোবাশ্বের মোনেম : স্বচ্ছতা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকানো, খাতা মূল্যায়নের নতুন পদ্ধতি, আবেদন ফি কমানো—সবই প্রার্থীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য। আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রক্রিয়াটি আরও স্বচ্ছ করতে চাই। অটোমেশনের দিকেও যাচ্ছি। নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কমিশন বদ্ধপরিকর।

প্রথম আলো : নিয়োগপ্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বা রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ এড়াতে কী ধরনের সংস্কার জরুরি বলে মনে করেন?

মোবাশ্বের মোনেম : সবচেয়ে জরুরি হলো প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন। যতক্ষণ না পিএসসি নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারবে, ততক্ষণ রাজনৈতিক প্রভাব এড়ানো কঠিন হবে। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলেই সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা সুযোগ পাবেন।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকারের পর নতুন প্রজন্ম রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে চায়। পিএসসি কীভাবে এই প্রজন্মের আস্থা পুনরুদ্ধার করবে?

মোবাশ্বের মোনেম : তরুণ প্রজন্ম ন্যায্যতা চায়। তারা কোনো বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব দেখতে চায় না সরকারি নিয়োগপ্রক্রিয়ায়। এ জন্য আমরা দ্রুত, স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া চালু করেছি। তরুণদের আস্থা ফিরিয়ে আনা ছাড়া পিএসসি সফল হতে পারবে না। তরুণদের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০০ থেকে কমিয়ে ১০০ নম্বর করা হয়েছে এবং এই মৌখিক পরীক্ষার নম্বর আরও কমিয়ে ৫০ নম্বর করার বিষয়টি কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। এর পাশাপাশি সিভিল সার্ভিসের কম্পিটান্সির কথা মাথায় রেখে সাইকোমেট্রিক অ্যানালাইসিসসহ অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্থাপন করার জন্য কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। এই কাজে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। এই অ্যাসেসমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা গেলে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের কাজটি আরও সহজতর হবে এবং এতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আরও কার্যকর ও স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। নিয়োগপ্রক্রিয়ার সব স্তরে পক্ষপাতিত্ব দূর করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছি।

প্রথম আলো : আগামী ১০ বছরে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় কী ধরনের মানবসম্পদ প্রয়োজন হবে বলে আপনি মনে করেন?

মোবাশ্বের মোনেম : আগামী দশকে প্রযুক্তিনির্ভর, পরিবেশসচেতন, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত ও সুশাসনমুখী মানবসম্পদই হবে মূল শক্তি। তবে এটিও মনে রাখতে হবে, যাঁরা প্রযুক্তিজ্ঞানের সঙ্গে তাল মেলাতে পারবেন না, তাঁরা চাকরির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বেন। তাই এখন থেকেই দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে হবে।

প্রথম আলো : সংবিধান অনুযায়ী, সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়, এটি কি পিএসসির সাংবিধানিক মর্যাদাকে খর্ব করছে না?

মোবাশ্বের মোনেম : এটি বলার অপেক্ষা রাখে না, আমরা স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হয়েও বিধি সংশোধন বা আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। ক্ষুদ্র কোনো বিধি সংশোধনের জন্যও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। আর্থিক সিদ্ধান্তের জন্য বারবার অর্থ বিভাগের অনুমোদন চাইতে হয়। এতে আমাদের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, কার্যক্রমেও প্রভাব পড়ে।

প্রথম আলো : পিএসসি কি কখনো আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের কাছে দাবি তুলেছে যে কমিশনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে?

মোবাশ্বের মোনেম : অবশ্যই। আমরা সব সময়ই বলে আসছি, পিএসসি যেন মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরের মতো কাজ না করে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে শীর্ষ মেধাবী প্রার্থীরা সরকারি চাকরিতে যুক্ত হতে পারবেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল বৈষম্যের অবসান। সেই দাবি পূরণে পিএসসিকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

প্রথম আলো : আপনারা বলছেন, সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন হলেও বাস্তবে মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল পিএসসি। এই সীমাবদ্ধতার কথা কি প্রধান উপদেষ্টাকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হয়েছে?

মোবাশ্বের মোনেম : মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো হয়নি।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

মোবাশ্বের মোনেম : আপনাকেও ধন্যবাদ।

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

ঢাকা : সোমবার
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অটোমেশনের লক্ষ্যে বুয়েটের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

পিএসসি'র পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় একটি সফটওয়্যার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ এবং ব্যুরো অব রিসার্চ টেস্টিং এন্ড কনসালটেশনের (বিআরটিসি) সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের পক্ষে প্রকল্প পরিচালক নাসির উদ্দিন আহম্মেদ এবং বুয়েট এর পক্ষে প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল জলিল স্বাক্ষর করেন। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে আগামী ১৮ মাসের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার সিস্টেম ডেভেলপ করবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিপিএসসিতে আবেদন প্রক্রিয়া নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। সফটওয়্যারটি একটি বিসিএস এর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে ব্যবহৃত হবে। ধাপসমূহ হচ্ছে- পত্রিকায় ও ওয়েবসাইটে বিসিএস এর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ/প্রচারের পর আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদনপত্র বাছাই, আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, পরীক্ষার ফি আদায়, প্রবেশ পত্র প্রদান, প্রিলিমিনারী টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার হল ও আসন ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নকারক/মডারেটর ব্যবস্থাপনা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র মুদ্রণ ও OMR সিট কেন্দ্রে এবং হলে বিতরণ ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ, মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড বণ্টন ও নম্বর প্রদান ব্যবস্থাপনা এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পুরো কাজটি সফটওয়্যার সলিউশন এর মাধ্যমে করা হবে। এতে করে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত এবং পরীক্ষা কার্যক্রম গতিশীল ও ত্বরান্বিত হবে। প্রার্থীর সময়, খরচ ও ভিজিট (TCV) কমবে।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ, কমিশন সচিবালয়ের সচিব, সিস্টেম এনালিস্ট ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রেসবিজ্ঞপ্তি

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। সোমবার। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫। ২৪ ভাদ্র ১৪৩২। ১৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭

ক্যালেন্ডার মেনে বিসিএস পরীক্ষা আয়োজনের নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার

বিশেষ প্রতিনিধি ▷

স্বচ্ছতা বজায় রেখে ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে বিসিএস পরীক্ষা আয়োজন ও নিয়োগ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রবিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ নির্দেশ দেন তিনি।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বিসিএস পরীক্ষা হলো 'এন্ট্রি পয়েন্ট'। যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারাই সরকার চালাবে। কাজেই এন্ট্রি পয়েন্টে যদি কোনো ধরনের অনিয়ম হয়, তাহলে গোটা সিস্টেমে সেটার প্রভাব থেকে যাবে।

তিনি আরো বলেন, সমস্যা ও সংকট যেগুলো আছে, দায়িত্ব নিয়ে সেগুলো সমাধান করে ফেলতে হবে। প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে। যারা ভবিষ্যতে সরকার চালাবে, তাদের জন্যও এটা প্রয়োজন।

বৈঠকে পিএসসির আর্থিক স্বায়ত্তশাসন ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন পিএসসির চেয়ারম্যান মোবাশ্বের মোনেম।

সমকাল

■ বুধবার। ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫। ২৬ ভাদ্র ১৪৩২

জনগণের প্রত্যাশা পূরণে পিএসসির প্রশাসনিক-আর্থিক স্বাধীনতা জরুরি

■ সমকাল প্রতিবেদক

আলোচনায় পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম

এক বছরেই বিসিএস শেষ করার পথনকশা

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা না পেলে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম। তিনি বলেন, কর্ম কমিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এক বছরের মধ্যে একটি বিসিএস সম্পন্ন করা। কিন্তু প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা না থাকায় এতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলাদেশ-চীন আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পিএসসি আয়োজিত 'বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের রূপান্তর: অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সামনে এগোনোর পথ' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক মোনেম বলেন, বিসিএস পরীক্ষার সময়সীমা কমাতে তারা 'সার্কুলার সিস্টেম অব ইভালুয়েশন' পদ্ধতি চালু করেছেন। এভাবে চাইলে ৩০ নভেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পরের বছরের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে ফলাফল দেওয়া সম্ভব। বর্তমানে ডাবল এক্সামিনার পদ্ধতিতে খাতা মূল্যায়নে ছয় থেকে আট মাস লেগে যায়। নতুন পদ্ধতিতে যেতে বিধি পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল, যা চার মাস আগে অর্থ বিভাগে পাঠালেও এখনও অনুমোদন মেলেনি। নির্বাচন কমিশন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা পেলেও পিএসসি সে সুযোগ ভোগ করছে না। ২০১১ সালের পর থেকে 'পরিকল্পিত রাজনৈতিক ছকের মাধ্যমে' কমিশনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত একটি দপ্তরের মতো করে ফেলা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ৫০টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও কোনো প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ সরকারি কর্মচারীদের সফট স্কিল ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, শুধু স্কিল ট্রেনিং নয়, দরকার সফট ট্রেনিং এবং মাইন্ড ট্রেনিং। এথিক্স ও মূল্যবোধের শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত অর্থে দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা তৈরি সম্ভব নয়।

চিকিৎসকদের দর্শন পাঠ জরুরি বলেও মন্তব্য করেন অর্থ উপদেষ্টা। তিনি বিসিএসের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দ্রুত সাইকোলজি টেস্ট শুরু করার তাগিদ দেন। আগে এ পরীক্ষা চালু ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেন, গত ১৫ বছরে যেসব জায়গায় চরম অনাচার চলেছে, পিএসসি তার একটি। চারভাবে এখানে অনাচার চলেছে। কুখ্যাত কোটা প্রথা বাস্তবায়ন করে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে, ভাইবার সময় কারচুপি করে, পুলিশ ভেরিফিকেশনের নামে যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। তার পরও তাদের অন্যায় করার ক্ষুধা মেটেনি। তিনি বলেন, পিএসসির কার্যকারিতা বাড়াতে উঠে আসা প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন অবশ্যই বিবেচিত হতে হবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মোহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, সরকারি কর্মচারীদের মান দেখে তাঁর দুঃখ হয়। অতীতে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁস বা অনৈতিক যোগাযোগের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এখন সরকারি কর্মচারীদের মানের পতন দৃশ্যমান। তিনি আরও বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের সময় মৌলিক পরিবর্তনগুলো অনেকে টের পাচ্ছেন না। আগে যেসব খাতে কেলেঙ্কারি হতো, যেমন হজ কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহে– সেখানে এখন পরিবর্তন এসেছে। যদিও ১০-১৮ মাস মৌলিক পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট সময় নয়, তবুও আমরা চেষ্টা করছি দেশকে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে।'

এ ছাড়া আলোচনায় অংশ নেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান, পিএসসির সদস্য অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান এবং পিএসসির সচিব এম সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের উপমিশনপ্রধান ডিপেক এলমার প্রমুখ।

THE BANGLADESH TODAY
WEDNESDAY SEPTEMBER 10, 2025

New evaluation system can help PSC complete BCS

DHAKA : Bangladesh Public Service Commission (BPSC) plans to complete the Bangladesh Civil Service (BCS) examination within a year by introducing a new evaluation system, but lack of administrative and financial autonomy may stand in their way, reports UNB.

"The biggest challenge for the Commission is to complete a BCS within a year. However, one of the obstacles in this is the lack of administrative and financial independence of the Commission," said BPSC Chairman Prof Mobasser Monem on Tuesday.

The BPSC Chairman said this while delivering the welcome remarks at an event titled "Transformation of BPSC: Achievements, Challenges, and Way Forward" in the capital.

The BPSC and the United Nations Development Programme (UNDP) jointly arranged the event at the Bangladesh-China Friendship Conference Center (BCFCC).

Prof Monem said the Commission has introduced a new "Circular System of Paper Evaluation" to reduce delays in the examination process. "Through this system, it is possible to complete one BCS within a year. If we publish the BCS advertisement on November 1, the final result can be declared by October 31 the following year," he said.

However, he stressed that implementing the new system requires regulatory amendments. The BPSC has already sent a proposal to the ministry, but even after four months the rule has not been approved. "If we had the authority to frame our own rules, we could work far more dynamically," he added.

"We need administrative autonomy and financial autonomy. Without these, the Commission cannot function dynamically and cannot deliver on the aspirations of millions of youths in Bangladesh," he said.

The BPSC Chief said that since the new Commission assumed office after the 2014 July student movement, it has tried to uphold the spirit of that uprising in its work. "Our first challenge was to restore confidence in this institution, as there was a crisis of trust in the Commission when we joined. Over the last 10 months, we have conducted at least 50 examinations, including BCS, without a single allegation of question paper leak," he said.

Prof Monem said the Commission had been weakened since 2011. Earlier, the PSC enjoyed more constitutional autonomy, but since then it has been placed almost directly under ministerial control. "If this continues, it will never be possible to complete a BCS within one year," he said.

With administrative and financial independence, PSC could be transformed into a more dynamic, trusted, and merit-based institution, he said.

The event showcased the reform journey of the Commission, highlighting achievements, challenges, and the way forward to build a more transparent, efficient, and merit-based public service recruitment system.

Finance Adviser Dr Salehuddin Ahmed, Law Adviser Dr Asif Nazrul, Power and Energy Adviser Muhammad Fouzul Kabir Khan, UNDP Bangladesh Resident Representative Stefan Liller, Deputy Head of Switzerland Embassy in Dhaka Diepak Elmer spoke on the occasion.

PSC member Prof Chowdhury Saima Ferdous presented the keynote paper on "Transformation of BPSC: Achievements, Challenges, and Way Forward."

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥ ২৮ ভাদ্র ১৪৩২

৪৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

৪৮তম বিশেষ বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে সহকারী সার্জন পদে ২ হাজার ৮২০ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ৩০০ জনকে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। গতকাল সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে গত ১৮ জুলাই এই বিসিএসের লিখিত (এমসিকিউ) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর ফল প্রকাশ হয় ২০ জুলাই। এতে ৫ হাজার ২০৬ জন উত্তীর্ণ হন। এদের মধ্যে বিসিএস (স্বাস্থ্য) সহকারী সার্জনে ৪ হাজার ৬৯৫ জন এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) সহকারী ডেন্টাল সার্জনে ৫১১ জন।

আমাদের সময়
সোমবার
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ॥ ৭ আশ্বিন ১৪৩২

এটিইওর ফল প্রকাশ উত্তীর্ণ ১৬১৪

নিজস্ব প্রতিবেদক •

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের (এটিইও)' প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ৬১৪ জন প্রার্থী। গতকাল রবিবার বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) ওয়েবসাইটে এই ফল প্রকাশ করা হয়। এদিকে এটিইও নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন অনেক আবেদনকারী। এর প্রতিবাদে পরীক্ষা বাতিল এবং পুনঃপরীক্ষার দাবিতে গত শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধনও অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ' ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত-হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার পদে ১৯০% কমন সাজেশন দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে মতিউর রহমান নামে একজনকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডি গ্রেপ্তার করে। পরীক্ষা শেষে সামাজিক মাধ্যমে Zahid Khan (All Exam Helper) নামে একটি ফেসবুক পেজ থেকে পরীক্ষার আগের রাত ২টা ৬ মিনিটে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার অ্যান্ড ক্রাইম বিভাগ এক অভিযানে স্বাধীন মিয়া নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। একই দিনে মানববন্ধনে বক্তারা পরীক্ষা বাতিল না হলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের হুশিয়ারি দেন। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (শাহিন-লিপি) সাধারণ সম্পাদক খায়রুন নাহার লিপি বলেন, গত ১২ সেপ্টেম্বরের পরীক্ষায় যে অনিয়ম, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে, তা মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও ন্যায়বিচার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। এসব অভিযোগের মধ্যেই গতকাল ফল প্রকাশ করা হলো।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা : বাছাই পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের পিএসসির ওয়েবসাইট থেকে মূল আবেদনপত্র (Form 5-Application Copies) ডাউনলোড করে আগামী ১২ থেকে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে (অফিস চলাকালীন) পিএসসির কাছে জমা দিতে হবে।

৮ কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বৃহস্পতিবার । ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ । ১০ আশ্বিন ১৪৩২ । ২ রবিউস সানি ১৪৪৭

রেলের উপসহকারী প্রকৌশলী পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রেলপথ মন্ত্রণালয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী (দশম গ্রেড) পদে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। পিএসসির তথ্য অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষায় মোট ৮১৫ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০১৯ সালের ৯ ডিসেম্বর ও ২০২৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি উপসহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য পৃথক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল। এসব বিজ্ঞপ্তির এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ২০২৫ সালের ২৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থী যে পদে এবং যে রেজিস্ট্রেশন নম্বরে পরীক্ষা দিয়েছেন, তার ভিত্তিতে সাময়িকভাবে নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ করা হলো।

সময়ের আলো শুক্রবার। ৩ অক্টোবর ২০২৫। ১৮ আশ্বিন ১৪৩২

চাকরিপ্রার্থী ৩ লাখ ১২ হাজার

৪৯তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা ১০ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের সরকারি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোতে শিক্ষক সংকট নিরসনে ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের আয়োজন করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এ বিসিএসে ৬৮৩ জন শিক্ষা ক্যাডার নিয়োগ দেওয়া হবে। আগামী ১০ অক্টোবর এ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা (এমসিকিউ) অনুষ্ঠিত হবে। ওইদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষার কেন্দ্র হবে শুধু ঢাকায়।

৪৯তম বিসিএসের মাধ্যমে দেশের সরকারি সাধারণ কলেজে বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক পদে ৬৫৩টি শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আর সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে ৩০টি শূন্যপদে প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে। সবচেয়ে বেশি ৬১টি শূন্যপদ বাংলা বিভাগে। এ ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৫৫টি, ইংরেজিতে ৫০টি, অর্থনীতিতে ৪০টি, দর্শনে ৩০টি, রসায়নে ৩০টি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ৩২টিসহ বিভিন্ন বিভাগে প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হবে। ৪৯তম বিশেষ বিসিএসে অংশ নিতে আবেদন করেছেন ৩ লাখ ১২ হাজার চাকরিপ্রার্থী। সেই হিসাবে প্রতিটি ক্যাডার পদের বিপরীতে লড়বেন প্রায় ৪৫৬ জন। তবে যেহেতু এটি শিক্ষা ক্যাডারের বিশেষ বিসিএস, ফলে নির্দিষ্ট বিভাগের প্রার্থীরা ওই বিভাগের প্রার্থীদের সঙ্গেই লড়বেন। ফলে বিভাগভেদে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রার্থীর সংখ্যা ভিন্ন হবে। বিশেষ বিসিএসে সাধারণ বিসিএসগুলোর মতো প্রথমে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হয় না। সরাসরি লিখিত পরীক্ষা হয়। তবে সেটি এমসিকিউ টাইপের প্রশ্নপত্রে ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

গত ২১ জুলাই ৪৯তম বিশেষ বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এরপর ২২ জুলাই থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হয়, যা চলে ২২ আগস্ট পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার ■ ২৩ অক্টোবর ২০২৫ ■ ৭ কার্তিক ১৪৩২ **আমার দেশ**

পিএসসির নতুন সদস্য আফতাব হোসেন প্রামাণিকের শপথ

স্টাফ রিপোর্টার

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক শপথ গ্রহণ করেছেন। গতকাল বুধবার দুপুরে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে তাকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পিএসসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম, সদস্য অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান, কমিশন সচিবালয়ের সচিব আব্দুর রহমান তরফদার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন নিযুক্ত একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিকসহ বর্তমানে পিএসসির মোট সদস্য দাঁড়াল ১৯ জনে।

দেশ রূপান্তর

বুধবার, ১২ নভেম্বর ২০২৫, ২৭ কার্তিক ১৪৩২

৪৯তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ ৬৬৮ জনকে সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

৪৯তম বিসিএসের (বিশেষ) পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে মোট ৬৬৮ জনকে সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এ-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৯ বিসিএস (বিশেষ) মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের বিভিন্ন পদে ৬৮৩টি শূন্য পদের মধ্যে মোট ৬৬৮ জনকে নিয়োগের জন্য পিএসসি মনোনয়ন দিয়েছে।

কয়েকটি ক্যাডার পদে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় ১৫টি পদে প্রার্থী মনোনয়ন করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে পিএসসি।

প্রতিদিনের সংবাদ
সোমবার
ঢাকা ১৭ নভেম্বর ২০২৫

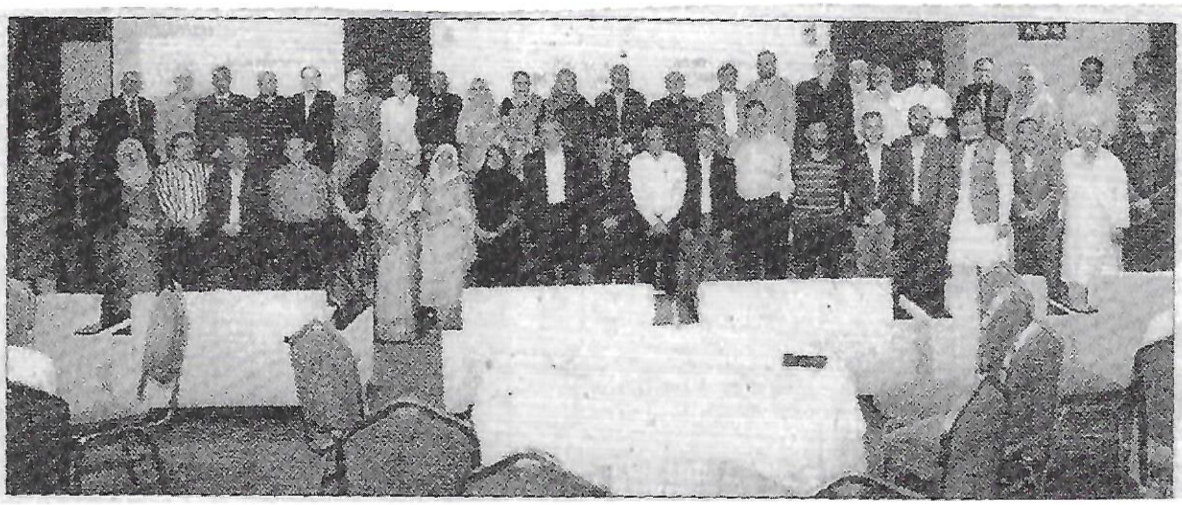

পিএসসি ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে কর্মশালা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ও ইউএনডিপির যৌথ উদ্যোগে গতকাল রবিবার 'কনসালটেশন ওয়ার্কশপ ওন বিসিএস সিলেবাস অ্যান্ড কোয়েশচন প্যাটার্ন' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য একটি সিলেবাস ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। বিসিএসের সিলেবাস নিয়ে গবেষণা চলমান। উক্ত গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় সিলেবাসের কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয় কিছু অংশ অস্পষ্ট আবার কিছু অংশ অতি দীর্ঘ। যা প্রার্থীদের প্রস্তুতির জন্য সঠিক নির্দেশনা দেয় না। তাই সিলেবাস পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে জ্ঞান ও দক্ষতার সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় কারিকুলামের সঙ্গে সমন্বয় করে মানসম্মত একটি সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা সিলেবাসটিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত, আধুনিক, স্বচ্ছ ও প্রাসঙ্গিক করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। আলোচনায় এমন একটি সিলেবাসের কথা বলা হয় যে সিলেবাসটি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের সুপারিশের জন্য উপযোগী এবং অন্য নিয়োগের সুপারিশের ক্ষেত্রেও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করবে। ধাপে ধাপে সিলেবাস পরিবর্তন করা হবে এবং যৌক্তিক সময় হাতে রেখে প্রার্থীদের জানানো হবে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বিসিএসের সিলেবাস ছাড়াও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মার্ক বিভাজনের সমন্বয়ের বিষয়ও আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম বলেন- 'দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম, সৃজনশীল ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস ও প্রশ্নপত্রের কাঠামো যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি। তিনি কর্মশালায় উপস্থাপিত মতামত ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশাবাদ ব্যক্ত করেন।' কর্মশালায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য, ইউএনডিপির প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সমকাল

রেজি. নং ডিএ ৪০৬৪ । বর্ষ ২১ । সংখ্যা ২৩৮

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৮০৭

■ সমকাল প্রতিবেদক

৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে ১ হাজার ৮০৭ প্রার্থীকে ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাত ১১টার দিকে এ ফল প্রকাশ করা হয়। পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার শাখা) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে ফল ঘোষণা করা হয়।

পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এসএম মতিউর রহমান রাত ১১টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ১৭-এর বিধান ও ক্ষমতাবলে পিএসসি ৪৫তম বিসিএসের ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করল। এ বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ২ হাজার ৩০৯টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৮০৭টি পদে নিয়োগের সুপারিশ করা হলো।

শিগগির নন-ক্যাডার পদগুলোতেও নিয়োগের সুপারিশ করা হবে। প্রকাশিত ফলে কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের ক্ষমতা পিএসসি সংরক্ষণ করে। প্রকাশিত ফল কমিশনের ওয়েবসাইট ও টেলিটকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া টেলিটক থেকে এসএমএসের মাধ্যমে প্রার্থীরা ফল জানতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে PSC<space>45 <space>Registration Number লিখে 16222-এ পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফল জানিয়ে দেওয়া হবে।

২০২২ সালের ৩০ নভেম্বর ৪৫তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এ বিসিএসে ২ হাজার ৩০৯ জন ক্যাডার নেওয়ার কথা ছিল। আর নন-ক্যাডারে নেওয়া হবে ১ হাজার ২২ জন। পিএসসি সূত্র জানায়, ৪৫তম বিসিএসে আবেদন করেন তিন লাখ ৪৬ হাজারের কিছু বেশি পরীক্ষার্থী। ২০২৩ সালের ১৯ মে এ বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট নেওয়া হয়। প্রিলিতে অংশ নেন দুই লাখ ৬৮ হাজার ১১৯ জন। পাস করেন ১২ হাজার ৭৮৯ জন।

২০২৪ সালের ২৩ জানুয়ারি ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়। শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। গত ১৮ জুন ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এরপর ৮ জুলাই থেকে নেওয়া হয় মৌখিক পরীক্ষা। কয়েক ধাপে মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করল পিএসসি। এ বিসিএস শেষ করতে পিএসসির সময় লেগেছে তিন বছর।

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা শুরু আজ, একাংশের বর্জন

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে এক মাসের বেশি সময় আন্দোলন চালানোর পর শেষ পর্যন্ত তা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের একাংশ। গতকাল বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে তারা এ ঘোষণা দেন।

আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র সাইফ মুরাদ বলেন, আমরা সরকারের ওপর আস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু একাধিক পক্ষ আমাদের সঙ্গে জুলুম করেছে। আমরা এই লিখিত পরীক্ষা বর্জন করছি। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক প্রার্থী যোগ দেবেন। তাঁর অভিযোগ, আন্দোলনের সময় পুলিশের হামলায় বহু শিক্ষার্থী আহত হলেও পিএসসি ও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো মানবিক বিবেচনা দেখানো হয়নি।

লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে টানা আন্দোলন করেও সাড়া মেলেনি বলে জানান আন্দোলনকারীরা। গত মঙ্গলবার শাহবাগে যমুনা অভিমুখী পদযাত্রা আটকে দিলে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই দফা সংঘর্ষ হয়।

বৃহস্পতিবার

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২, ২৭ নভেম্বর ২০২৫

৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

আবেদন শুরু ৪ ডিসেম্বর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

৫০তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৫-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল বুধবার কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) মাসুমা আফরীনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে আবেদন ও ফি জমাদান শুরু হবে। চলবে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি, লিখিত পরীক্ষা ৯ এপ্রিল এবং মৌখিক পরীক্ষা ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

পরিশিষ্ট-১.১

১৯৭২-২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল	
				হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব ড. এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
২.	জনাব মহিউদ্দীন আহম্মেদ (২য় কমিশন)	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৪.১২.১৯৭৭
	একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)				
৩.	জনাব এম, মঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বীমা করপোরেশন	-	২২.১২.১৯৭৭	২১.১২.১৯৮২
৪.	জনাব ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	২২.১২.১৯৮২	৩১.০৫.১৯৮৬
৫.	এস,এম, আল-হোসায়নী	(সচিব পদমর্যাদায়) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	০১.০৬.১৯৮৬	০১.০৫.১৯৯১
৬.	জনাব কে এম রহমান (সাময়িক)	-	-	০১.০৬.১৯৯১	১৩.০৯.১৯৯১
৭.	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	১৪.০৯.১৯৯১	৩১.০১.১৯৯৩
৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	বিভাগীয় কমিশনার ,ঢাকা	-	০১.০২.১৯৯৩	০৬.০৩.১৯৯৩
৯.	প্রফেসর ড. এস,এম,এ, ফায়েজ	অধ্যাপক, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	০৭.০৩.১৯৯৩	০৫.০৩.১৯৯৮
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এ. পিএইচ ডি	২৫.০৩.১৯৯৮	২৩.০১.২০০২
১১.	অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম	অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	০৯.০৫.২০০২	০৮.০৫.২০০৭
১২.	ড. সা'দত হুসাইন	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	এম.এ. পিএইচ ডি	০৯.০৫.২০০৭	২৩.১১.২০১১
১৩.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, *পিপিএম*	মহাপরিদর্শক,বাংলাদেশ পুলিশ	এম.বি.এ	২৭.১১.২০১১	২০.১২.২০১৩
১৪.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের অতিরিক্ত সচিব	এম.এ.	২৪.১২.২০১৩	১৩.০৪.২০১৬
১৫.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক শিক্ষা সচিব	এম.এ. পিএইচ ডি	০২.০৫.২০১৬	১৮.০৯.২০২০
১৬.	জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	এম.এ	২১.০৯.২০২০	০৮.১০.২০২৪
১৭.	অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম	অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	পিএইচ ডি পোস্ট ডক্টরাল	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১.২

১৯৭২-২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
	১ম কমিশন		
১.	জনাব আলীম দাদ খান	১৫.০৫.১৯৭২	০১.১১.১৯৭৪
২.	জনাব আওলাদ হোসেন	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৩.	জনাব শ্রী শিব প্রসন্ন লাহিড়ী	২৬.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৪.	ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মোবারক হোসেন	২৩.০৪.১৯৭৩	০৮.০৬.১৯৭৬
৫.	জনাব এ, বি, এম, মোকসেদ আলী	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৬.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৭.	জনাব আদেল উদ্দিন আহাম্মদ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৮.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৯.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	০৭.০৮.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭
১০.	ড. শাফিয়া খাতুন	১৫.৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
	২য় কমিশন		
১.	জনাব মোহম্মদ আনোয়ারুজ্জামান	১৫.০৫.১৯৭২	১৯.১১.১৯৭৬
২.	জনাব বজলুর রহমান	১৫.০৫.১৯৭২	২৯.০২.১৯৭৬
৩.	জনাব একরামুল কবীর	১৫.০৫.১৯৭২	৩০.১০.১৯৭৪
৪.	জনাব জোয়াদুর রহিম জাহিদ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৫.	শ্রী সন্তোষ ভূষণ দাশ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৬.	বেগম মাহমুদা রহমান	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৭.	শ্রী বিপিন বিহারী দাশ	১৫.০৫.১৯৭২	২১.১২.১৯৭৭
৮.	জনাব একরামুল হক	২৩.১১.১৯৭৪	২১.১২.১৯৭৭
৯.	জনাব এম, এ, আউয়াল	০৭.০৭.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭
১০.	জনাব আজহারুল ইসলাম	১৭.০৭.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭

একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	জনাব এ,বি,এম, মোকসেদ আলী	-	২২.১২.১৯৭৭	১৩.১১.১৯৭৮
২.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	-	২২.১২.১৯৭৭	০৩.১২.১৯৭৮
৩.	জনাব একরামুল হক	-	২২.১২.১৯৭৭	৩০.০৪.১৯৭৯
৪.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	-	২২.১২.১৯৭৭	১৭.০৯. ১৯৮১
৫.	জনাব এম, এ, আউয়াল	-	২২.১২.১৯৭৭	০৬.০৭.১৯৮০
৬.	জনাব আজহারুল ইসলাম	-	২২.১২.১৯৭৭	১৬.০৭. ১৯৮০
৭.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	২২.১২.১৯৭৭	০৭.০৮.১৯৮০
৮.	ড. শাফিয়া খাতুন	-	২২.১২.১৯৭৭	০৩.০৫.১৯৮২
৯.	বেগম মাহমুদা রহমান	-	২২.১২.১৯৭৭	২১.১২.১৯৮২
১০.	জনাব জয় গোবিন্দ ভৌমিক	-	২২.১২.১৯৭৭	৩১.১০.১৯৮১
১১.	বেগম আজিজুন নেছা	-	২২.১২.১৯৭৭	০১.০৭.১৯৮২
১২.	ড. আবদুল বাতেন খান	সদস্য, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	০৪.০৯.১৯৮১	০৩.০৯.১৯৮৬
১৩.	জনাব এ,এইচ, নূরুল ইসলাম	-	৩১.১০.১৯৮১	২৬.০১.১৯৮২
১৪.	জনাব এম, নুরুস সাফা	ভাইস প্রিন্সিপাল বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ	০১.০৩.১৯৮২	০১.০৩.১৯৮৭
১৫.	ডাঃ এম, আকরাম হোসেন	প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	০১.০৩.১৯৮২	১৫.০৬.১৯৮২
১৬.	জনাব সলিম উদ্দিন আহম্মদ	যুগ্মসচিব (অবঃ), সংস্থাপন বিভাগ	০৮.০৩.১৯৮২	৩১.১২.১৯৮৩
১৭.	জনাব শামসুল হক	-	০৬.০৫.১৯৮২	৩১.১২.১৯৮৪
১৮.	ডাঃ আবুল কাশেম	প্রফেসর, এনাটমী বিভাগ	১৫.০৭.১৯৮৩	২৮.০১.১৯৮৫
১৯.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	১৯.১২.১৯৮৪	৩১.০৩.১৯৮৮
২০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	-	১৯.১২.১৯৮৪	১৮.১২.১৯৮৯
২১.	প্রফেসর ড. শাফিয়া খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক,শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০২.১৯৮৫	০৯.০২.১৯৯০
২২.	প্রফেসর এম, এ, হালিম	অতিরিক্ত সচিব	১০.০২.১৯৮৫	০৬.০৮.১৯৮৫
২৩.	জনাব বদরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৮.০৪.১৯৮৫	১৭.০৪.১৯৯০
২৪.	প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন	পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন ও হাসপাতাল	১৫.১২.১৯৮৫	১৪.১২.১৯৯০
২৫.	লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার মাহবুবুর রহমান	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১৪.০৯.১৯৮৬	১৩.০৯.১৯৯১
২৬.	জনাব মোঃ আবদুল হাই	-	০৮.০৪.১৯৮৭	১৩.০৪.১৯৮৯

২১—

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
২৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আবদুর রকিব	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.১৯৮৮	৩১.০৭.১৯৯২
২৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	০৩.০৭.১৯৮৯	৩০.০৬.১৯৯৪
২৯.	প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান	-	০১.০৪.১৯৯০	৩১.১২.১৯৯৩
৩০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	ব্রিগেডিয়ার (অবঃ)	০৭.০৮.১৯৯০	৩১.১২.১৯৯৪
৩১.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২০.০৩.১৯৯১	৩০.০৯.১৯৯৫
৩২.	ডাঃ এ,এইচ,এম, আবদুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩১.০৩.১৯৯১	০৪.০২.১৯৯২
৩৩.	জনাব এ, এম, আব্দুল মান্নান ভূইয়া	যুগ্মসচিব,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০.১২.১৯৯১	৩০.১১.১৯৯৫
৩৪.	প্রফেসর ডাঃ এ,জে,এম, মিজানুর রহমান	পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	২১.০৯.১৯৯২	৩০.০৬.১৯৯৬
৩৫.	প্রফেসর জেরিনা জামান	অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০২.১৯৯৪	১৮.০২.১৯৯৯
৩৬.	জনাব মুহম্মদ আবদুর রকিব	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৮.১৯৯৪	০৪.০৫.১৯৯৯
৩৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আযহার উদ-দীন	প্রো-ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫.০৮.১৯৯৪	২৫.০৮.১৯৯৯
৩৮.	বেগম খোদেজা আযম	অতিরিক্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬.০২.১৯৯৫	৩.০২.২০০০
৩৯.	জনাব সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	৩১.১২.১৯৯৫	১৩.০২.১৯৯৯
৪০.	জনাব জিয়াউল হক কুতুব উদ্দিন	কমিশনার, ঢাকা	৩১.১২.১৯৯৫	০১.১২.১৯৯৯
৪১.	প্রফেসর কাজী মশিউর রহমান	অধ্যাপক (আইপিজি এম এন্ড আর) মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ	০৪.০৩.১৯৯৭	২৬.০২.১৯৯৯
৪২.	জনাব অরুন কান্তি অধিকারী	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	০৪.০৩.১৯৯৭	০২.০৩.২০০২
৪৩.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান	প্রধান প্রকৌশলী যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	০৪.০৩.১৯৯৭	০৬.০১.২০০২
৪৪.	প্রফেসর মুজিবুর রহমান বিশ্বাস	অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.১৯৯৭	৩০.১০.২০০১
৪৫.	প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.১৯৯৭	২২.০৫.২০০২
৪৬.	জনাব এস,এম, আফাজ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)	১৯.০৪.১৯৯৯	০৪.০১.২০০০
৪৭.	প্রফেসর মোহাম্মদ মোহাব্বত খান	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯.০৪.১৯৯৯	১৮.০৪.২০০৪
৪৮.	জনাব আবদুল লতিফ সিকদার	-	১৯.০৪.১৯৯৯	৩১.০৮.১৯৯৯
৪৯.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	-	২১.০৯.১৯৯৯	১৩.১০.২০০৩
৫০.	প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী	প্রফেসর, বায়োকেমিস্ট্রি, বিএসএমএমইউ	২১.০৯.১৯৯৯	২০.০৯.২০০৪

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৫১.	প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	১৪.০২.২০০০	১৫.০৫.২০০৫
৫২.	কাজী গোলাম রসুল	-	২৯.০২.২০০০	৩০.১২.২০০৩
৫৩.	প্রফেসর হামিদা বানু	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	২৯.১০.২০০০	২১.০১.২০০২
৫৪.	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ	২৮.২.২০০১	২৭.০২.২০০৬
৫৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০১.১২.২০০১	৩০.১১.২০০৬
৫৬.	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০১.২০০২	০৮.০৬.২০০৫
৫৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	প্রফেসর, শিশু বিভাগ	২৩.০৫.২০০২	২৯.০১.২০০৪
৫৮.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	-	১০.০৯.২০০২	০২.০৪.২০০৭
৫৯.	জনাব মোঃ আবদুর রউফ	-	০৪.০৩.২০০৩	০৩.০৩.২০০৮
৬০.	জনাব লতিফুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০২.২০০৪	পদত্যাগ
৬১.	কর্নেল (অনাঃ) প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান	পরিচালক, নিপসম	২৫.০৪.২০০৪	২৪.০৪.২০০৯
৬২.	অধ্যাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৫.২০০৪	পদত্যাগ
৬৩.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪.১০.২০০৪	২৯.০১.২০০৭
৬৪.	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	৩১.১০.২০০৪	৩০.১০.২০০৯
৬৫.	প্রফেসর কে,এ,এম শাহাদত হোসেন মন্ডল	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৬.২০০৫	পদত্যাগ
৬৬.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	চেয়ারম্যান,শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	৬.০৩.২০০৬	পদত্যাগ
৬৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	অধ্যাপক, শিশু বিভাগ,ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৭.১০.২০০৬	পদত্যাগ
৬৮.	জনাব মোঃ নুরুন নবী	সরকারের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব	২১.০৬.২০০৭	১০.০১.২০১২
৬৯.	প্রফেসর সুরাইয়া বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২১.০৬.২০০৭	২০.০৬.২০১২
৭০.	মির্জা সামসুজ্জামান	সাবেক রাষ্ট্রদূত	০৮.০৭.২০০৭	৩১.১২.২০১১
৭১.	জনাব এ ওয়াই এম মোশাররফ হোসেন	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০৮.০৭.২০০৭	৩০.০৬.২০১০
৭২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান (অবঃ), পিএসসি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)	১২.০৭.২০০৭	১১.০৭.২০১২
৭৩.	জনাব এহসান শামীম, এনডিসি	সরকারের সাবেক সচিব	১৩.০৩.২০০৮	১২.০৩.২০১৩
৭৪.	অধ্যাপক রাশিদা বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২৩.০৩.২০০৯	২২.০৩.২০১৪
৭৫.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সেরনিয়াবাত	সরকারের সাবেক সচিব	০৯.০৪.২০০৯	১৬.০৯.২০১২
৭৬.	প্রফেসর ড. এমরান কবির চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫.০৪.২০০৯	১৪.০৪.২০১৪
৭৭.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৩.০৬.২০০৯	২৪.১১.২০১১
৭৮.	সৈয়দ হাসিনুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৭.০৭.২০১৪

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
৭৯.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৩.১২.২০১৩
৮০.	অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৯.০৭.২০০৯	০১.০১.২০১৪
৮১.	জনাব মুহম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি	সাবেক কারা মহাপরিদর্শক	৩০.১২.২০০৯	২৯.১২.২০১৪
৮২.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৬.০৯.২০১০	১৫.০৯.২০১৫
৮৩.	কাজী নাসিরুল ইসলাম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৭.১১.২০১১	০৭.০১.২০১৩
৮৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম তালুকদার	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	১৫.০৩.২০১২	১১.০৬.২০১৪
৮৫.	জনাব মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৩.২০১২	১৪.০৩.২০১৭
৮৬.	অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সাবেক ভিসি ও অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৮.২০১২	০১.০৮.২০১৭
৮৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৯.২০১২	৩০.০৩.২০১৫
৮৮.	সমর চন্দ্র পাল	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	৩০.১২.২০১৭
৮৯.	কামরুন নেসা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	২৮.০২.২০১৮
৯০.	অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০৫.২০১৩	১৯.০৫.২০১৮
৯১.	অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	প্রফেসর,লোক প্রশাসন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.২০১৪	২০.০৯.২০১৭
৯২.	জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০৪.২০১৪	২৫.১১.২০১৪
৯৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক শিক্ষা সচিব	০৩.১১.২০১৪	২৫.০৪.২০১৬
৯৪.	জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.১১.২০১৪	২৬.০৩.২০১৬
৯৫.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	১০.০৮.২০১৯
৯৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
৯৭.	প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	প্রফেসর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
৯৮.	অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	অধ্যাপক,সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০৪.০৫.২০১৫	০৩.০৫.২০২০
৯৯.	শেখ আলতাফ আলী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৮.১১.২০১৫	১৭.১১.২০২০
১০০.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৭.০২.২০১৬	০২.০১.২০২০
১০১.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, র‍্যাব (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-১)	১৬.০৫.২০১৬	৩১.১২.২০১৯
১০২.	মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	সরকারের সাবেক সচিব	২৩.০৮.২০১৭	৩১.১০.২০২১
১০৩.	নূরজাহান বেগম এনডিসি	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	১৫.০৭.২০২২
১০৪.	কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	২৪.০৯.২০২২

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১০৫.	প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক	সাবেক মহাপরিচালক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, নায়েম	০৮.০৩.২০১৮	০৭.০৩.২০২৩
১০৬.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৮.০৫.২০১৮	০৪.১১.২০২১
১০৭.	জনাব আবদুল মান্নান	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.০৬.২০১৮	০৩.১১.২০২২
১০৮.	অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	অধ্যাপক, কৃষি রসায়ন বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.০৭.২০১৮	১৫.০৭.২০২৩
১০৯.	জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৫.০৯.২০১৯	১৪.০৯.২০২৪
১১০.	জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৭.০১.২০২০	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১১.	জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা বিপিএম, *পিপিএম*	সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	০৭.০১.২০২০	১৫.০২.২০২৩
১১২.	জনাব ও.এন. সিদ্দিকা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৭.০২.২০২০	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৩.	জনাব মোঃ শামীম আহসান	সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত	০৪.১০.২০২০	০৫.০৬.২০২৪
১১৪.	অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা	অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল	২৮.০১.২০২১	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৫.	জনাব জাহিদুর রশিদ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড	২৮.০১.২০২১	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৬.	অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার	অধ্যাপক মার্কেটিং বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০২.২০২২	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৭.	অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন	অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০২.২০২২	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৮.	জনাব কে এম আলী আজম	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৩.১১.২০২২	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৯.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	সরকারের সাবেক সচিব	১১.০১.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২০.	অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	১১.০১.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২১.	জনাব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২২.	জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২৩.	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম	সরকারের সাবেক সচিব	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
১২৪.	জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, *বিপিএম(বার)*	সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২৫.	অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পান্ডে	অধ্যাপক সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৮.০৪.২০২৪	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২৬.	ডা: মো: আমিনুল ইসলাম	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.১০.২০২৪	৩১.১২.২০২৫
১২৭.	জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান
১২৮.	ড. নূরুল কাদির	সরকারের সাবেক সচিব	১৫.১০.২০২৪	৩১.১২.২০২৫
১২৯.	ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার	সরকারের সাবেক সচিব	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান
১৩০.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া	অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান
১৩১.	অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ	অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান
১৩২.	অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান	অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ,বুয়েট	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান
১৩৩.	ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান
১৩৪.	অধ্যাপক ড. ফেরদৌস আরফিনা ওসমান	অধ্যাপক, লোক প্রসাশন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৩.২০২৫	বর্তমান
১৩৫.	অধ্যাপক ডা. এ.টি.এম. ফরিদ উদ্দীন	পরিচালক (আরপিসিডি) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর	০২.০৩.২০২৫	বর্তমান
১৩৬.	অধ্যাপক ড. মোঃ শরীফ হোসেন	অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৩.২০২৫	বর্তমান
১৩৭.	মেজর জেনারেল (অব:) মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম *পিএইচডি, এনডিসি, পিএসসি, জি+, এমডিএস, এমবিএ, এমফিল*	সাবেক সেনা কর্মকর্তা	০২.০৩.২০২৫	বর্তমান
১৩৮.	জনাব মোঃ মুনির হোসেন	এডিশনাল আইজিপি (অবঃ) বাংলাদেশ পুলিশ	০২.০৩.২০২৫	বর্তমান
১৩৯.	অধ্যাপক ড. শাহ্নাজ সরকার	অধ্যাপক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৩.২০২৫	বর্তমান
১৪০.	জনাব শাব্বির আহ্মদ চৌধুরী	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০২.০৩.২০২৫	বর্তমান
১৪১.	ড. মো: মহিউদ্দিন	সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৪.০৮.২০২৫	বর্তমান
১৪২.	অধ্যাপক ড. এম আমজাদ হোসেন	অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৮.২০২৫	বর্তমান
১৪৩.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহীন চৌধুরী	অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৮.২০২৫	বর্তমান
১৪৪.	জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামাণিক	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২২.১০.২০২৫	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১.৩

১৯৯৬-২০২৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনকারী সচিববৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব জি. এম. রহমান	৩০.০৯.১৯৯৬	১১.০৮.১৯৯৭
২.	জনাব মোঃ মহসিনুর রহমান খান	০৮.০৩.১৯৯৮	২৩.০৮.২০০০
৩.	জনাব খান মেসবাউর রহমান	১২.১০.২০০০	৩১.১২.২০০০
৪.	জনাব সৈয়দ আবদুর মুনিম	০৫.০৭.২০০১	১৯.০৬.২০০২
৫.	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ	১৫.০৩.২০০৫	৩০.০৩.২০০৬
৬.	জনাব মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান	০২.০২.২০০৯	০৮.০২.২০০৯
৭.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	১১.০১.২০০৯	০১.০২.২০০৯
৮.	জনাব মোঃ হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন	০৯.২.২০০৯	০৭.০৪.২০০৯
৯.	জনাব আসলাম ইকবাল	০৭.০৪.২০০৯	১৪.০২.২০১০
১০.	জনাব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান	০১.০৩.২০১০	০২.০৩.২০১৪
১১.	জনাব একেএম আমির হোসেন	০৩.০৩.২০১৪	০৬.১১.২০১৪
১২.	জনাব শাহজাহান আলী মোল্লা	১০.১১.২০১৪	২৯.১০.২০১৫
১৩.	জনাব নুরুন্নবী তালুকদার	০৩.১২.২০১৫	৩১.০১.২০১৭
১৪.	বেগম আকতারী মমতাজ	০৮.০২.২০১৭	১৭.১০.২০১৮
১৫.	বেগম ও.এন.সিদ্দিকা খানম	৩০.১০.২০১৮	৩১.১০.২০১৯
১৬.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	২৩.১০.২০১৯	১০.০৬.২০২০
১৭.	জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন	০৭.০৬.২০২০	০২.০১.২০২২
১৮.	জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার	০২.০১.২০২২	০৬.০৬.২০২৩
১৯.	জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল	০৭.০৬.২০২৩	১২.০৬.২০২৪
২০.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী	১৩.০৬.২০২৪	২২.১০.২০২৪
২১.	ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া	২৩.১০.২০২৪	১৫.০৯.২০২৫
২২.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার	১৫.০৯.২০২৫	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১.৪

২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের (৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড) এর কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
১.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার	সচিব	১৫-৯-২০২৫	বর্তমান	
২.	ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভুঁইয়া	সচিব	২৩-১০-২৪	১৫-৯-২০২৫	
৩.	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	যুগ্মসচিব	২৪-১২-২০২৪	৮-০১-২০২৫	
৪.	সৈয়দা মাসুমা খানম	যুগ্মসচিব	৯-১-২০২৫	২৫-১১-২০২৫	
৫.	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	যুগ্মসচিব (বাজেট ও উন্নয়ন)	০৯-১২-২০২৫	বর্তমান	
৬.	জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) (যুগ্মসচিব)	৮-১১-২০২১	২৫-৩-২০২৫	
৭.	জনাব দিলাওয়েজ দুরদানা	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার)	১৭-১২-২০২৪	বর্তমান	
৮.	বেগম মাসুমা আফরীন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)	২৩-১-২০২৫	বর্তমান	
৯.	জনাব মোঃ বজলুর রহমান	আইন উপদেষ্টা	২৩-৯-২০২৪	২৭-২-২০২৫	
১০.	জনাব এম, এ হামিদ	আইন উপদেষ্টা		বর্তমান	
১১.	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব)	৭-৯-২০২৩	২৭-৪-২০২৫	
১২.	জনাব এস, এম, সাইদুল ইসলাম	উপ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)	১-০৪-২০২১	৪-৮-২০২৫	
১৩.	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান খাঁন	উপসচিব (প্রশাসন)	৩-৩-২০২৪	৬-৮-২০২৫	
১৪.	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব (অর্থ ও সেবা)	১১-৮-২০২৫	বর্তমান	
১৫.	ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	উপসচিব (বাজেট ও উন্নয়ন)	৫-৩-২০২৫	১০-৮-২০২৫	
১৬.	মোছাঃ জেসমুন নাহার	উপসচিব (প্রশাসন)	৪-৮-২০২৫	বর্তমান	
১৭.	জনাব তাহমিনা জাকারিয়া	উপসচিব (অর্থ ও সেবা)	৩-৩-২০২৪	৭-৮-২০২৫	
১৮.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	সিস্টেম এনালিস্ট	২৯-১১-২০২২	বর্তমান	
১৯.	জনাব কানিজ ফাতেমা তানিয়া	পরিচালক	৬-৪-২০২২	বর্তমান	
২০.	জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সরকার	পরিচালক		বর্তমান	
২১.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক	২-৪-২০১২	বর্তমান	
২২.	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক	১৬-২-২০১৪	বর্তমান	
২৩.	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সরকার	পরিচালক	১৭-৬-২০১৯	বর্তমান	
২৪.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক	পরিচালক	২৭-৩-২০২২	বর্তমান	
২৫.	জনাব উম্মে খায়ের কুলসুম	পরিচালক	১-৯-২০২২	বর্তমান	
২৬.	জনাব মোঃ আনোয়ার পারভেজ	পরিচালক	১-৯-২০২২	বর্তমান	
২৭.	জনাব মোঃ শাহ আলম মিঞা	পরিচালক	২৪-১-২০২৩	বর্তমান	
২৮.	জনাব উম্মে আছমা আয়শা	পরিচালক	২৪-১-২০২৩	বর্তমান	

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
২৯.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	পরিচালক	২৪-১-২০২৩	বর্তমান	
৩০.	কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	পরিচালক	৬-২-২০২৪	বর্তমান	
৩১.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	পরিচালক	৬-২-২০২৪	বর্তমান	
৩২.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	পরিচালক	৬-২-২০২৪	বর্তমান	
৩৩.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	পরিচালক	৬-২-২০২৪	বর্তমান	
৩৪.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	পরিচালক	৬-২-২০২৪	বর্তমান	
৩৫.	জনাব এস, এম, ইসরাফিল হোসেন	পরিচালক	৬-২-২০২৪	বর্তমান	
৩৬.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট	২৫-১০-২০২৩	বর্তমান	
৩৭.	জনাব আসমাউল হুসনা লিজা	পরিচালক (উপসচিব)	১০-১০-২০২৪	বর্তমান	
৩৮.	জনাব মোঃ মনজুরুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮-১০-২০২৫	বর্তমান	
৩৯.	জনাব মামুন-আল-হাসান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮-১০-২০২৫	বর্তমান	
৪০.	জনাব জি.এম. সাইফুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮-১০-২০২৫	বর্তমান	
৪১.	জনাব নাসরীন জাহান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮-১০-২০২৫	বর্তমান	
৪২.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮-১০-২০২৫	বর্তমান	
৪৩.	জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ফরহাদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৮-১০-২০২৫	বর্তমান	
৪৪.	জনাব মৌসুমী জেরীন কান্তা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	৪-৪-২০২২	বর্তমান	
৪৫.	জনাব ফাইরুজ তাসনীম	আইন কর্মকর্তা		বর্তমান	
৪৬.	জনাব মোছাঃ রোকসানা বেগম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৪-৬-২০২৩	২৩-১২-২৫	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৭.	জনাব মোঃ মাছুদুর রহমান	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	৬-১-২০২৫	বর্তমান	
৪৮.	জনাব জান্নাত আরা নাহিদ	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১১-৯-২০২৩	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৯.	জনাব নাছরীন আক্তার	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৭-১০-২০২৪	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৫০.	জনাব মোঃ শাহরিয়ার রহমান	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৬-১-২০২৫	বর্তমান	
৫১.	জনাব কামরুন নাহার শেফা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৩-২-২০২৪	বর্তমান	
৫২.	জনাব নুসরাত জাহান বন্যা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৬-১-২০২৫	বর্তমান	
৫৩.	জনাব সাহিদা আক্তার	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	৭-৮-২০২৫	বর্তমান	
৫৪.	জনাব হাফিজুল হক	সচিবের একান্ত সচিব	৩০-৬-২০২৪	১৪-১১-২০২৫	
৫৫.	জনাব ফাতেমাতুজ জোহরা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২২-১২-২০২৪	বর্তমান	
৫৬.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	উপপরিচালক	১৫-১১-২০১২	বর্তমান	

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
৫৭.	জনাব মোঃ মনজুরুল হক	উপপরিচালক	৩-৩-২০১৩	৭-১০-২০২৫	
৫৮.	জনাব নাসরিন সুলতানা	উপপরিচালক	৩-৩-২০১৩	বর্তমান	
৫৯.	জনাব মামুন-আল-হাসান	উপপরিচালক	৩-৩-২০১৩	৭-১০-২০২৫	
৬০.	জনাব জি.এম. সাইফুল ইসলাম	উপপরিচালক	৩-৩-২০১৩	৭-১০-২০২৫	
৬১.	জনাব নাসরীন জাহান	উপপরিচালক	৩-৩-২০১৩	৭-১০-২০২৫	
৬২.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	উপপরিচালক	৩-৩-২০১৩	৭-১০-২০২৫	
৬৩.	জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ফরহাদ	উপপরিচালক	৩-৩-২০১৩	৭-১০-২০২৫	
৬৪.	জনাব হেলেনা বেগম	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	২-৬-২০২৫	
৬৫.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৬৬.	জনাব মেছবাহ-উল-আলম	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৬৭.	জনাব আফরোজা তানজিন	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৬৮.	জনাব শোভন সমদ্দার	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৬৯.	জনাব মোঃ মোখলেছ মহসিন	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৭০.	জনাব রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৭১.	জনাব এস. এস. এম গিয়াস উদ্দীন	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৭২.	জনাব পাপিয়া সুলতানা	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৭৩.	জনাব এম, এ মান্নান	উপপরিচালক	১৮-১২-২০১৯	বর্তমান	
৭৪.	জনাব শ্যামচরন প্রামানিক	উপপরিচালক	১১-১০-২০২২	১-২-২০২৫	
৭৫.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপপরিচালক	১১-১০-২০২২	বর্তমান	সাময়িক বরখাস্ত
৭৬.	জনাব রুমা খানম	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৪-২-২০২৩	বর্তমান	
৭৭.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	প্রোগ্রামার	২৫-১০-২০২৩	বর্তমান	
৭৮.	জনাব মোঃ আব্দুল কাদির	প্রোগ্রামার	৬-২-২০২৫	বর্তমান	
৭৯.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	৬-২-২০২৫	বর্তমান	
৮০.	জনাব অরিন্দম মন্ডল	প্রোগ্রামার	৬-২-২০২৫	বর্তমান	
৮১.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী	৬-২-২০২৫	বর্তমান	
৮২.	জনাব মোঃ আবু জাফর	উপপরিচালক	৬-১১-২০২৩	বর্তমান	সাময়িক বরখাস্ত
৮৩.	জনাব ছন্দা রায়	উপপরিচালক	৬-১১-২০২৩	বর্তমান	
৮৪.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	উপপরিচালক	১৭-১২-২০২৪	৩১-১২-২০২৫	
৮৫.	জনাব মোঃ আবদুর রহিম হাওলাদার	উপপরিচালক	৭-১০-২০২৪	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৮৬.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	সহকারী পরিচালক	৪-৪-২০১৯	বর্তমান	

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
৮৭.	জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৩-৬-২০১৮	বর্তমান	
৮৮.	জনাব রক্তিম চন্দ্র সরকার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	২-১০-২০১৯	বর্তমান	
৮৯.	জনাব এস. কে. সালেহ আহমেদ	সহকারী প্রোগ্রামার	৭-১১-২০১৯	বর্তমান	
৯০.	জনাব মোঃ আলমাসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	৮-১-২০২০	বর্তমান	
৯১.	জনাব সাহিদা খাতুন	লাইব্রেরিয়ান	৮-১-২০২০	বর্তমান	
৯২.	শেখ মাহফুজুর রহমান	সহকারী পরিচালক	৩-২-২০২০	বর্তমান	
৯৩.	জনাব মোঃ জহুরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার	১-৯-২০২০	বর্তমান	
৯৪.	জনাব অচিন্ত্য কুমার	সহকারী প্রোগ্রামার	১-৯-২০২০	বর্তমান	
৯৫.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	সহকারী পরিচালক	২৪-৬-২০২১	বর্তমান	
৯৬.	জনাব নাহিদ হোসেন	সহকারী পরিচালক	২২-৬-২০২১	বর্তমান	
৯৭.	জনাব তাসমিরা জাহান	সহকারী পরিচালক	১৭-৬-২০২১	বর্তমান	
৯৮.	জনাব মোঃ আজাহারুল আলম	সহকারী সচিব	১৭-৬-২০২১	বর্তমান	
৯৯.	জনাব মোঃ শামীমুল ইসলাম	সহকারী সচিব	২২-৬-২০২১	বর্তমান	
১০০.	জনাব শাহানারা বেগম	সহকারী সচিব	১-১২-২০২২	১-২-২০২৫	
১০১.	জনাব মোঃ ছাদেক হোসেন	সহকারী পরিচালক	১-১২-২০২২	বর্তমান	
১০২.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	সহকারী পরিচালক	১-১২-২০২২	বর্তমান	
১০৩.	জনাব মোল্যা সোহাগ হোসেন	সহকারী পরিচালক	৭-৩-২০২৩	বর্তমান	
১০৪.	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	সহকারী পরিচালক	১২-৩-২০২৩	বর্তমান	
১০৫.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	গবেষণা কর্মকর্তা	২১-৩-২০২৩	বর্তমান	
১০৬.	জনাব সেতারা-ই-জামিন	সহকারী পরিচালক	২৬-৬-২০২৩	বর্তমান	
১০৭.	জনাব এস, এম আলমগীর কবির	সহকারী পরিচালক	২৬-৬-২০২৩	বর্তমান	সাময়িক বরখাস্ত
১০৮.	জনাব মোছাঃ নাজমা বেগম	সহকারী পরিচালক	২৬-৬-২০২৩	বর্তমান	
১০৯.	জনাব মোল্যা মোস্তাহিদুর জামান	সহকারী পরিচালক	১৭-৭-২০২৩	বর্তমান	
১১০.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা	সহকারী পরিচালক	২১-৮-২০২৩	বর্তমান	
১১১.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	সহকারী পরিচালক	২৭-১১-২০২৩	বর্তমান	
১১২.	জনাব মোছাঃ মনোয়ারা আক্তার	সহকারী পরিচালক	২৭-১১-২০২৩	বর্তমান	
১১৩.	জনাব এস.এম. মতিউর রহমান	জনসংযোগ কর্মকর্তা	৬-৫-২০২৪	বর্তমান	
১১৪.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	সহকারী পরিচালক	২৭-১১-২০২৩	বর্তমান	

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
১১৫.	জনাব মমতাজ খাতুন	সহকারী পরিচালক	১১-১২-২০২৩	বর্তমান	
১১৬.	জনাব নুসরাত জাহান	সহকারী পরিচালক	১১-১২-২০২৩	বর্তমান	
১১৭.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৩	বর্তমান	
১১৮.	জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার পাঠান	সহকারী পরিচালক	২০-১১-২০২৩	বর্তমান	
১১৯.	জনাব মুহাম্মদ কামরুল হুদা হাজারী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	২-৬-২০২৪	বর্তমান	
১২০.	জনাব জাবের হোসেন	সহকারী পরিচালক	২৮-৭-২০২৪	বর্তমান	
১২১.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	সহকারী পরিচালক	৩-৩-২০২৪	বর্তমান	
১২২.	জনাব কেফাতুল্লাহ	সহকারী পরিচালক	৯-৯-২০২৪	বর্তমান	
১২৩.	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	সহকারী পরিচালক	৮-১০-২০২৪	বর্তমান	
১২৪.	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	২৭-৪-২০২৫	বর্তমান	
১২৫.	বিপুর চন্দ্র হালদার	সহকারী পরিচালক	২০-১১-২০২৫	বর্তমান	
১২৬.	জনাব মোসলেমা খাতুন	সহকারী পরিচালক	২০-১১-২০২৫	বর্তমান	
১২৭.	জনাব মো: আব্দুল্লাহ আল মান্নান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১২৮.	জনাব মো: নাসিব	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১২৯.	জনাব সুমাইয়া বিনতে আহসান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩০.	জনাব মো: নাজমুল হাসান আরিফ	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩১.	জনাব মো: ইয়াসিন হাসান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩২.	জনাব মোছা: আসমাউল হুসনা নিশা	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩৩.	জনাব আবু তালেব	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩৪.	জনাব আবিদুর রহমান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩৫.	জনাব মো: আব্দুল কাইয়ুম তানভীর	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩৬.	জনাব মো: শাকিল নবাব	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩৭.	জনাব মো: রাসেল মোল্লা	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩৮.	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৩৯.	জনাব আসিফ ইকবাল শুভ	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৪০.	জনাব সালেকুর রহমান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৪১.	জনাব মো: জাহিদ হাসান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৪২.	জনাব মো: মেহেদী হাসান বিপ্লব কাজী	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৪৩.	জনাব মো: আইয়ুব হোসেন সুজা	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	
১৪৪.	জনাব মো: মশিউর রহমান	সহকারী পরিচালক	২১-১২-২০২৫	বর্তমান	

পরিশিষ্ট-১.৫

২০২৫ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
১.	জনাব বিপুল চন্দ্র হালদার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫-৪-২০১২	১৯-১১-২০২৫	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
২.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১-১২-২০১২	১৩-২-২০২৫	
৩.	জনাব মোসলেমা খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২-১২-২০১৩	১৯-১১-২০২৫	
৪.	জনাব শারমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২-১২-২০১৩	বর্তমান	
৫.	মোছাঃ বুলবুলি খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩-১-২০১৩	বর্তমান	
৬.	জনাব রোকসানা আক্তার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩-১-২০১৩	বর্তমান	
৭.	জনাব রাবেয়া খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫-৪-২০১৩	বর্তমান	
৮.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭-৪-২০১৩	বর্তমান	
৯.	জনাব ইসমত আরা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩-৭-২০১৪	বর্তমান	
১০.	জনাব পারভীন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
১১.	জনাব জুয়েল আহম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
১২.	জনাব শাহানারা খানম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
১৩.	জনাব শাহিনুর আলম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩-৮-২০১৪	বর্তমান	
১৪.	জনাব তাছলিমা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯-১০-২০১৪	বর্তমান	
১৫.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০-২-২০১৪	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
১৬.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০-২-২০১৪	বর্তমান	
১৭.	জনাব মোহাম্মদ কবীর	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০-২-২০১৪	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
১৮.	জনাব মোঃ আবু তাহের	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩-২-২০১৫	বর্তমান	
১৯.	জনাব কুদরতী নাসির উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩-২-২০১৫	বর্তমান	
২০.	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৬-৩-২০১৬	বর্তমান	
২১.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৬-৩-২০১৬	বর্তমান	
২২.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৬-৩-২০১৬	বর্তমান	
২৩.	জনাব পল্লব কুমার সেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১-১-২০১৬	বর্তমান	
২৪.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১-১-২০১৬	বর্তমান	
২৫.	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৪-১০-২০১৬	বর্তমান	
২৬.	জনাব মোসলেম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০-১১-২০১৬	বর্তমান	
২৭.	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৭-১২-২০১৬	বর্তমান	
২৮.	জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৭-১২-২০১৬	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
২৯.	জনাব মোঃ দুলাল মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৭-১২-২০১৬	বর্তমান	
৩০.	জনাব শামীমা নাসরিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
৩১.	জনাব শাহনাজ পারভীন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৩২.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৩৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৩৪.	জনাব রবিউল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯-১২-২০১৬	বর্তমান	
৩৫.	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২-৩-২০১৭	বর্তমান	
৩৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০-৮-২০১৭	বর্তমান	
৩৭.	জনাব এস. এম মোস্তাক আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২-৮-২০১৭	বর্তমান	
৩৮.	জনাব হাবিবুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৮-৮-২০১৭	বর্তমান	
৩৯.	জনাব পরীক্ষিত মধু	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৬-৮-২০১৭	বর্তমান	
৪০.	জনাব বদিরুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৪-৮-২০১৭	বর্তমান	
৪১.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮-১-২০১৮	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৪২.	জনাব মোঃ আবদুর করীম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮-১-২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৩.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮-১-২০১৮	বর্তমান	
৪৪.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৪-৮-২০১৮	বর্তমান	
৪৫.	জনাব লাবনী খান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৪-৮-২০১৮	বর্তমান	
৪৬.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭-৯-২০১৮	বর্তমান	
৪৭.	জনাব মোঃ আবু হাসনাত	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪-২-২০১৯	বর্তমান	
৪৮.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০-৬-২০১৯	বর্তমান	
৪৯.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০-৬-২০১৯	বর্তমান	
৫০.	জনাব মুক্তারুন নেছা	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৫-১২-২০১৯	বর্তমান	
৫১.	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৭-১২-২০১৯	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৫২.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৫-১০-২০১৯	বর্তমান	
৫৩.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯-১-২০২০	বর্তমান	
৫৪.	জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪-৮-২০২০	বর্তমান	
৫৫.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৫৬.	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসাইন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৫৭.	জনাব আমেনা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৫৮.	জনাব নূরজাহান খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৫৯.	শ্রীমতি কনিকা রানী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৬০.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৬১.	জনাব আব্দুল গনি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৬২.	জনাব মলি খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৬৩.	জনাব মোঃ রাশিদুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৬৪.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবীর	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	

ক্রমিক	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
৬৫.	ছৈয়দ মোহাম্মদ ফরহান উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭-১২-২০২০	বর্তমান	
৬৬.	জনাব এ, বি, এম সামছুউদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২-১২-২০২১	বর্তমান	
৬৭.	জনাব ফরিদা পারভীন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২-১২-২০২১	বর্তমান	
৬৮.	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৭-২-২০২২	বর্তমান	
৬৯.	জনাব নিলুফা ইয়াসমিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০-৩-২০২২	বর্তমান	
৭০.	জনাব আনোয়ার হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০-৩-২০২২	বর্তমান	
৭১.	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৬-৭-২০২২	বর্তমান	
৭২.	জনাব আরিফা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৬-২-২০২৩	বর্তমান	
৭৩.	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৬-২-২০২৩	বর্তমান	
৭৪.	জনাব মাউসুম-ই-ফারুকী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৬-২-২০২৩	বর্তমান	
৭৫.	জনাব ইয়াসমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫-৩-২০২৩	বর্তমান	
৭৬.	জনাব উম্মে কুলসুম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৬-৪-২০২৩	বর্তমান	
৭৭.	জনাব রেজাউল করিম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০-৭-২০২৩	বর্তমান	
৭৮.	জনাব আতিয়া সুলতান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০-৭-২০২৩	বর্তমান	
৭৯.	জনাব রাজিব সাহা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০-৭-২০২৩	বর্তমান	
৮০.	জনাব মোঃ নাজমুল কবীর	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১-১২-২০২৩	বর্তমান	
৮১.	জনাব রনজু আহাম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১-১২-২০২৩	বর্তমান	
৮২.	জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১-১২-২০২৩	বর্তমান	
৮৩.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৮-৪-২০২৪	বর্তমান	
৮৪.	জনাব মোঃ আবুল বাসার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১-৩-২০২৪	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৮৫.	জনাব মোঃ আলী আজগর	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	২২-৬-২০২৩	বর্তমান	
৮৬.	জনাব ফয়সাল আহমেদ ফুয়াদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১-৩-২০২৪	বর্তমান	
৮৭.	জনাব মোঃ এমাজ উদ্দীন চৌধুরী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬-৭-২০২৭	বর্তমান	
৮৮.	জনাব রাজিয়া সুলতানা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯-৯-২০২৪	বর্তমান	
৮৯.	জনাব দিপক কুমার রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩-১১-২০২৪	৬-৭-২০২৫	
৯০.	জনাব মুহাম্মদ এরশাদুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯১.	জনাব মোঃ জাহেদুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯২.	জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯৩.	জনাব মোঃ সোহেল মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯৪.	জনাব ফারজানা আক্তার আরজু	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯৫.	জনাব উমর ফারুক রোকন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯৬.	জনাব মির্জা নূর-ই তামান্না	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯৭.	জনাব মোহাম্মদ বাহা উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	
৯৮.	জনাব অনিন্দিতা চৌধুরী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৫-১১-২০২৫	বর্তমান	

কমিশন ভবন ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.bpsc.gov.bd